Contents

দ্বাদশ বর্ষ

৭ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

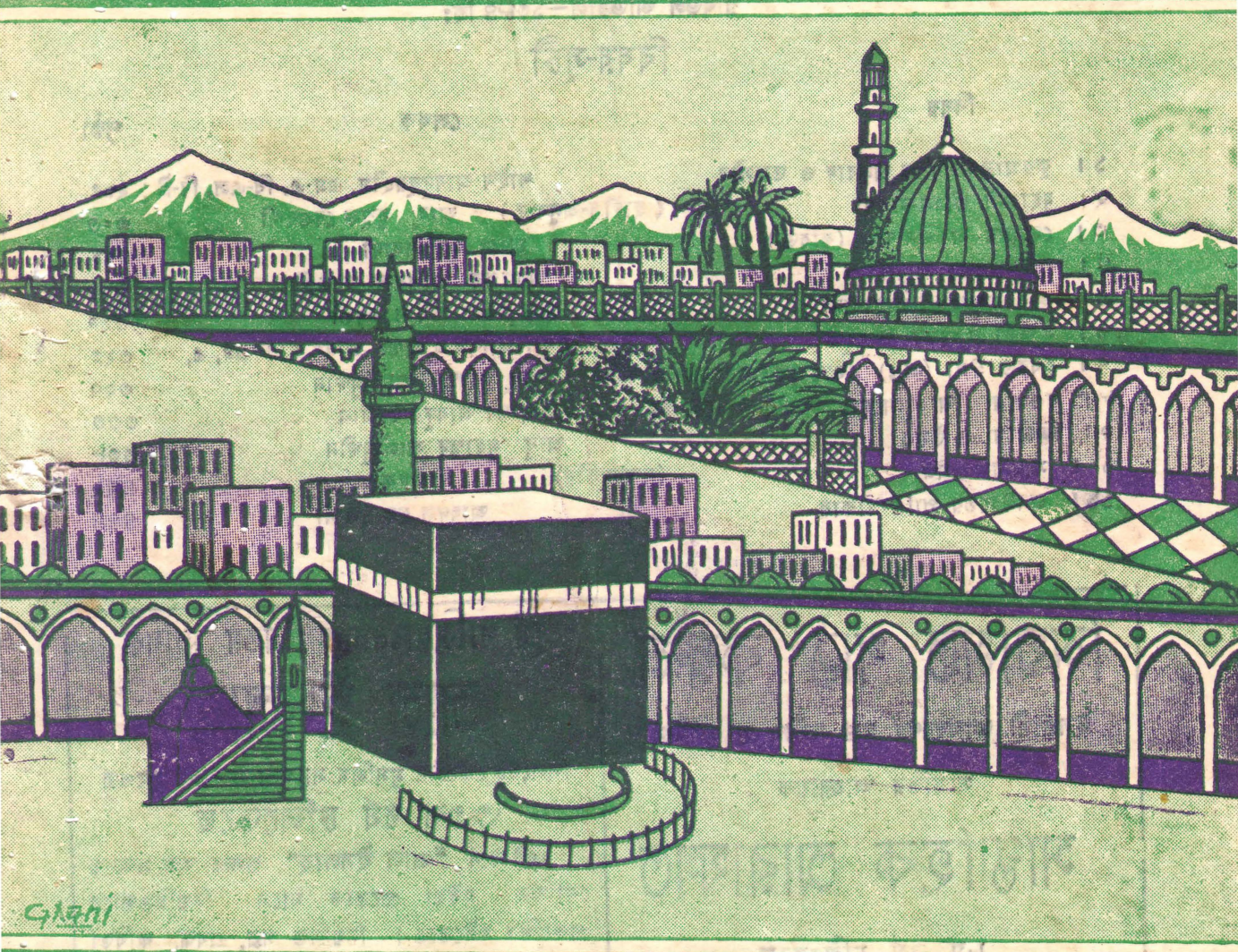

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[illegible]

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭১ বাং জুলাই—১৯৬৫ ইং

রবিউল আউয়াল—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর		শাইখ আবদুর্রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	২৯৫
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ)	আবু যুসুফ দেওবন্দী	৩০৩
৩।	তোমার আশিস-ধারা (কবিতা)		মুর্শিদ মুর্শিদাবাদী	৩০৯
৪।	পাকিস্তানের আদর্শবাদ		অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	৩১১
৫।	কবি আকবর এলাহাবাদী		এম, মওলা বখ্‌শ নদভী	৩১৯
৬।	মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু		আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ,	৩২৩
৭।	হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানগণের আকীদা		আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৩২৭
৮।	মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য কর্ম		মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৩৩
৯।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর		আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৩৩৮
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৪২
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	৪৪৪

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : [illegible]

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ যান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, যান্মাষিক ৩৲ টাকা, রেজিস্ট্রারী ডাকে ৮৲ টাকা, যান্মাষিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

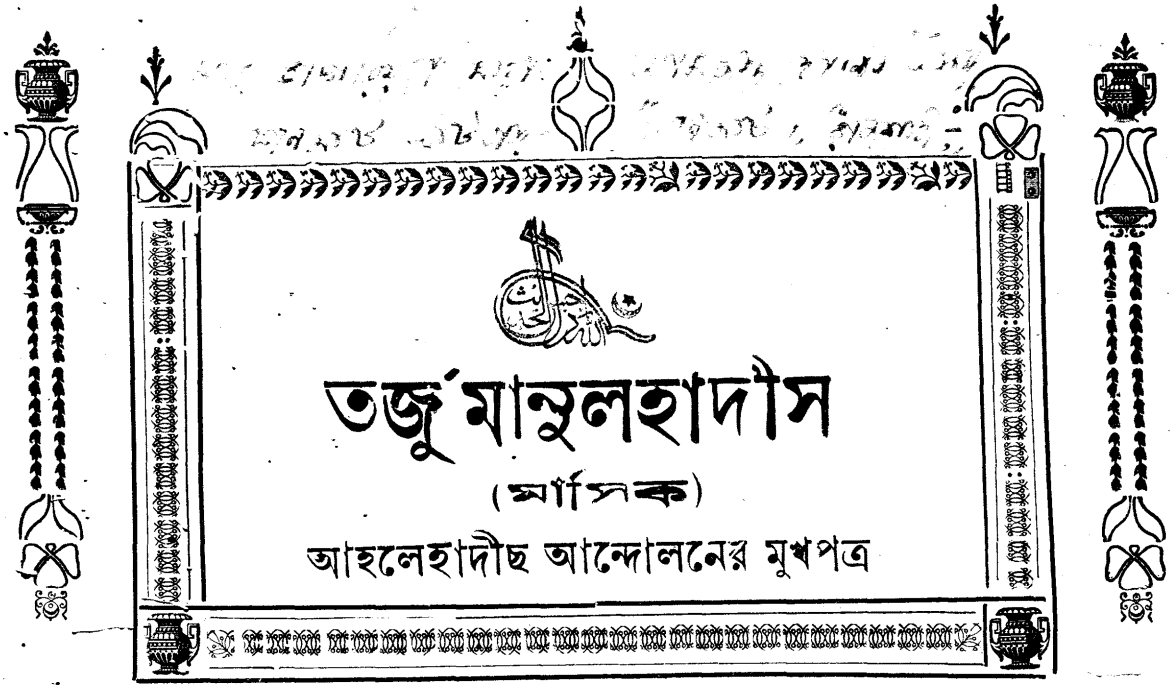

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	রবিউল আউয়াল ১৩৮৫ হিঃ ; জুলাই ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ ; শ্রাবণ, ১৩৭২ বংগাব্দ	সপ্তম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القرآن العظيم

কুরআন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা 'ইনফিতার'

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ, বি.এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

এই সূরার প্রথম আয়াতে انفطرت শব্দটি আছে বলিয়া এই সূরার নাম 'ইনফিতার' হইয়াছে। পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এই সূরার প্রথম ভাগে কিয়ামতের প্রলয় পর্যায়ের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ	১। যখন আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হইবে,
٢ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ •	২। যখন তারকাগুলী ঝরিয়া পড়িবে,
٣ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ •	৩। যখন সমুদ্রগুলি উথলিয়া উঠিবে, [এবং স্থলের পানির সহিত মিশিয়া একাকার হইবে,]
٤ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ •	৪। এবং যখন কবরগুলিকে উলট-পালট করা হইবে, [ফলে, মৃতদেহগুলি বাহির হইয়া পড়িবে,]
٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ	৫। তখন প্রত্যেক লোক জানিতে পারিবে সে [ভাল মন্দ] কোন্ কাজ [দুনয়াতে] সম্পন্ন করিয়াছিল এবং [এমন] কোন্ কাজ ছাড়িয়া আসিয়াছিল [যাহার ফলাফল পাইবার সে হকদার]।
٦ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ •	৬। ওহে মানুষ! কোন বস্তু তোমাকে তোমার সেই মহান রব্ব সম্পর্কে ধোকা দিয়া থাকে।
٧ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ •	৭। যে রব্ব তোমাকে পয়দা করিতে গিয়া তোমাকে সুষ্ঠু অবয়ব দান করিয়াছেন এবং তোমাকে [বিবেক বুদ্ধি দিয়া] দুরুস্ত করিয়াছেন
٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ •	৮। তিনি তোমাকে যে আকৃতি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই ভাবেই তোমার আকৃতি জুড়িয়া দিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝

৯। কাজেই তোমাদের পক্ষে ধোকায় পড়া মোটেই সঙ্গত নয়। বরং তোমারা [শেষ] বিচারে অবিশ্বাস কর [বলিয়াই ধোকা খাও]।

١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

১০। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছে পাহারাওয়ালা—

١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

১১। সম্মানিত লেখকগণ

١٢ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

১২। তোমরা যাহাই কর তাহাই তাহারা জানিতে পারে [এবং সেই মত লিখিয়া রাখে]।

١٣ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

১৩। ইহা নিশ্চিত যে, নেককার লোকেরা অবশ্যই নি'মতপূর্ণ জন্নাতে যাইবে।

١٤ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

১৪। এবং ইহাও নিশ্চিত যে, বদকার লোকেরা জাহীম জাহান্নামে যাইবে।

١٥ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

১৫। বিচার দিবসের ফলে তাহারা জাহান্নামের উত্তাপ পোহাইবে।

١٦ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

১৬। আর তাহারা জাহান্নাম হইতে গায়িব হইতে পারিবে না।

١٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

১৭। আর তুমি কি জান বিচার দিবস কী ?

١٨ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

১৮। আবার বলি, তুমি কি জান বিচার দিবস কী ?

١٩ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

১৯। যে দিবসে কেহই অপর কাহারও জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখিবে না এবং সকল ব্যাপারই একমাত্র আল্লার ক্ষমতাধীন হইবে [সেই দিবসই হইবে বিচার-দিবস]।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سورة التطفيف

সূরা তাৎফীফ

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'মুতাফ্ফিফীন' শব্দটি রহিয়াছে বলিয়া এই সূরার নাম সূরা 'তাৎফীফ' হইয়াছে। তাৎফীফ শব্দের অর্থ ওযনে বা মাপে কম দেওয়া।

মাপে বা ওযনে কম দেওয়া একটি অতীব গর্হিত সামাজিক দুর্নীতি। মাদ্য়ানের অধিবাসীরা এই দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকায় এই দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য শু'আইব আঃকে পয়গম্বর করিয়া পাঠান। এই ব্যাপার হইতেই এই দুর্নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কুরআন মজীদের একটি সূরার এই নামকরণেও এই দুর্নীতির গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ ويل للمطففين ০

১। যাহারা মাপে কম দেয় তাহাদের জন্য সর্বনাশ—

٢ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ০

২। যাহারা লোকের নিকট হইতে যখন মাপ করিয়া লয় তখন পরিপূর্ণ মাপ লয়—

٣ وان كالوهم او وزنوهم يخسرون

৩। আর তাহারা যখন লোকদিগকে মাপ করিয়া দেয় অথবা ওযন করিয়া দেয় তখন তাহারা কম দিয়া থাকে।

٤ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ০

৪। তাহারা কি ধারণা করে না যে, নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া উঠানো হইবে,

٥ ليوم عظيم ০

৫। সেই গুরুত্বপূর্ণ দিবসের জন্য,

٦ يوم يقوم الناس لرب العلمين ০

৬। যে দিবসে সকল লোক রব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٧ كَلَّا إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنٍ ۝

৭। এই ধারণা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। ইহা নিশ্চিত যে, বদকারদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকে।

٨ وَمَا أَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝

৮। আর তুমি কি জান সিজ্জীন কী?

٩ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

৯। লিখিত একটী রেজিষ্টার বা দফতর খানা।

١٠ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১০। ঐ কিয়ামত দিবসে ঐ অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ—

١١ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

১১। যাহারা বিচার দিবসকে অবিশ্বাস করে।

١٢ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ۝

১২। আর বিচার দিবসকে একমাত্র ঐ লোকই অবিশ্বাস করে যে সীমা লঙ্ঘনকারী পাপী হয়—

١٣ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝

১৩। যাহার সম্মুখে আমার আয়াতগুলি পাঠ করা হইলে সে বলে "এই গুলি তো পূর্ববর্তীদের কাহিনী মাত্র।"

١٤ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১৪। তাহাদের এই উক্তি মোটেই সঙ্গত নয়। বরং তাহারা যাহা কিছু করিতে থাকে তাহার ফলে তাহাদের অন্তরে মরীচা ও কালিমা ধরিয়া বসিয়াছে।[১]

১। তিরমিযী হাদীসগ্রন্থে আবূ হুরাইয়া রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "ইহা নিশ্চিত যে, বান্দা যখন কোন একটি গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে এক বিন্দু দাগ পড়ে। অনন্তর সে যদি ঐ গুনাহ ত্যাগ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করে তাহা হইলে তাহার অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু সে যদি ঐ গুনাহ ত্যাগ না করিয়া উহা আরও করিতে থাকে তাহা হইলে অন্তরের ঐ দাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সম্পূর্ণ অন্তরকে ঢাকিয়া ফেলে। উহাই হইল সেই মরীচা যাহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ •

১৫। আল্লার আয়াতে সন্দেহ করা মোটেই সঙ্গত নয়। ইহা নিশ্চিত যে, ঐ দিবসে তাহাদিগকে তাহাদের রব্ব হইতে অন্তরালে রাখা হইবে। অর্থাৎ তাহারা আল্লার দীদার হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

١٦ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ •

১৬। তারপর ইহাও নিশ্চিত যে, তাহাদিগকে অবশ্যই জাহীম জাহান্নামের উত্তাপ পোহাইতে হইবে।

١٧ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ •

১৭। তারপর তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা যাহা অবিশ্বাস করিতে তাহা ইহাই"।

١٨ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ •

১৮। নেককারদের পরিণাম কোনক্রমেই ঐরূপ হইবে না। ইহা নিশ্চিত যে, নেককারদের আমলনামা 'ইল্লীয়ূনে' থাকে।

١٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ •

১৯। আর তুমি কি জান- 'ইল্লীয়ূন' কী?

٢٠ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ •

২০। লিখিত একটি দফতর-খানা।

٢١ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ •

২১। আল্লার নৈকট্য প্রাপ্ত [ফিরিশতা]গণ সেখানে উপস্থিত থাকে ও উহা দেখে।

٢٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ •

২২। ইহা নিশ্চিত যে, নেককারগণ অবশ্যই আরামে থাকিবে।

٢٣ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ •

২৩। আরাম কেদারায় বসিয়া তাহারা [জান্নাতের সর্বত্র ভ্রমণ করিবে ও] দেখিতে থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৪ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۚ

২৪। তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে আয়েশ-আরামের প্রফুল্লতা দেখিবে।

২৫ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۚ

২৫। সীল-মোহর করা উপাদেয় মদ তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে।

২৬ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۚ

২৬। ঐ সীল-মোহর হইবে মুশক দ্বারা। যাহারা [পবিত্র মদ পানে] আগ্রহশীল তাহাদের উহা লাভে আগ্রহ থাকা উচিত।

২৭ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۙ

২৭। ঐ মদের সহিত কিছু 'তাসনীম' মিশ্রিত করা হইবে।

২৮ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۙ

২৮। তাসনীম এমন একটি ফোয়ারা যাহা নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করিবে।[২]

২৯ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۙ

২৯। ইহা নিশ্চিত যে, দুন্‌য়াতে যাহারা পাপে মগ্ন থাকিত তাহারা মুমিনদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিত;

৩০ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۙ

৩০। তাহারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়া যাইত তখন চোখ টেপাটেপী করিত।

৩১ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۙ

৩১। তাহারা যখন নিজ পরিবারে ফিরিয়া যাইত তখন [মুমিনদের উল্লেখ করিয়া] বিদ্রূপ মন্তব্যে লাগিয়া যাইত।

২। সূরা মুহাম্মাদে বলা হইয়াছে যে, জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে চারি প্রকার বস্তুর নদী প্রবাহিত। অপরিবর্তনীয় স্বাদ ও সুগন্ধের পানির নদীসমূহ, অপরিবর্তনীয় স্বাদযুক্ত দুধের নদীসমূহ, সুস্বাদু মদের নদী সমূহ ও পরিশ্রুত মধুর নদীসমূহ।

জান্নাতের মদ সম্বন্ধে কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ঐ মদপানে জান্নাতীদের বুদ্ধি লোপ পাওয়া দূরের কথা, মাথাও ধরিবে না এবং তাহাতে তাহারা প্রলাপ বকিবে না।

তাস্‌নীম নদীর মদ নৈকট্য প্রাপ্তদের (মুকাররাবুনের) জন্য বরাদ্দ রহিয়াছে। আর নেককারদের (আবরারের) জন্য অন্য মদ রহিয়াছে। সেই মদে অবশ্য খানিকটা তাসনীম মিশ্রিত করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

৩২। আর তাহারা যখন মুমিনদের দেখিত তখন বলিত, "নিশ্চয় ইহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।"

৩২ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ -

৩৩। [তাহাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারা নিজের কথা ভাবুক] তাহাদিগকে মুমিনদের তত্ত্বাবধানকারীরূপে পাঠান হয় নাই।

৩৩ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ -

৩৪। যাহারা দুনয়াতে মুমিন ছিল তাহারা আজিকার দিবসে কাফিরদের দেখিয়া হাস্য করে।

৩৪ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ -

৩৫। আরাম কেদারায় বসিয়া [নিজেদের আরাম ও কাফিরদের দুরবস্থা] অবলোকন করে।

৩৫ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ -

৩৬। কাফিরগণ দুনয়াতে যাহা কিছু করিত তাহার প্রতিদান আজ নিশ্চয় দেওয়া হইল।

৩৬ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

৪৪১। (ক) আউফ ইবন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-শস্ত্র নবী সঃ হত্যাকারীকে দিবার হুকম করিয়াছিলেন।—আবূ দাউদ। ইহার সার মর্ম মুসলিমে রহিয়াছে।

[নিহত ব্যক্তিদের অস্ত্র বর্মাদি সকল ক্ষেত্রেই হত্যাকারীকে দেওয়া হইবে অথবা যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ঐ মর্মে ঘোষণা প্রচার করা হইলে দেওয়া হইবে—এ সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে নানা প্রকার ইখতিলাফ রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, নবী সঃ সকল যুদ্ধে সকল হত্যাকারীকে তাহাদের নিজ নিজ নিহত ব্যক্তির অস্ত্র বর্মাদি দিয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।—অনুবাদক]

(খ) আবদুর রহমান ইবন আওফ রাঃ আবূ জাহলের হত্যা প্রসঙ্গে বলেন, অনন্তর তাহারা দুই জন (আনসার কিশোর যুবক) তাহাদের তরবারী সহ আবূ জাহলের দিকে ধাবিত হইয়া তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। তারপর তাহারা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিল। তখন তিনি বলিলেন,

أَيُّكُمَا قَتَلَهُ ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟

"তোমাদের দুই জনের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে? তোমরা কি তোমাদের তরবারী মুছিয়া ফেলিয়াছ?"

তাহারা বলিল, "না মুছিয়া ফেলি নাই।" রাবী বলেন, তখন নবী সঃ তরবারী দুইটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,

كِلَاكُمَا قَتَلَهُ

"তোমাদের উভয়েই তাহাকে হত্যা করিয়াছ।"

অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ আবূ জাহলের অস্ত্রাদি মু'আয ইবন আমর ইবন জুমুহকে দিবার হুকম করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

[দুই জনই হত্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহার আঘাত মারাত্মক হইয়াছিল তাহাকে নবী সঃ আবূ জাহলের অস্ত্রাদি দিবার হুকম করেন।—অনুবাদক]

৪৪২। তাবি'ঈ মাকহুল হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ তায়িফবাসীদের বিরুদ্ধে 'মিনজানিক' (দূর হইতে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবার

www.ahlehadeethbd.org

যন্ত্র) ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবূ দাউদ ইহাকে এই ভাবে 'মুরসাল' রিওয়াত করিয়াছেন। এবং উহার রাবীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু উকাইলী ইহাকে দুর্বল সনদে হযরত আলী হইতে মরফু' রিওয়াত করিয়াছেন।

[যদি দুর্গ মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাসহ সকলেই আশ্রয় লয় এবং ঐ দুর্গ অধিকারের অন্য কোন উপায় না থাকে কেবলমাত্র তবেই ঐ দুর্গ মধ্যে গোলাগুলি নিক্ষেপ করা জায়িয হইবে—এই হাদীস হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। —অনুবাদক]

৪৪৩। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ যখন [মক্কা বিজয় কালে] মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁহার মাথায় লোহার টুপি ছিল। অনন্তর তিনি যখন উহা খুলিলেন তখন একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "ইবন খাতাল কা'বার পর্দা ধরিয়া রহিয়াছে।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন,

اقتلوه

"তাহাকে হত্যা কর।"—বুখারী ও মুসলিম।

[ইবন খাতালের নাম ছিল আবদুল্লাহ। সে পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে। অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে একজন আনসারীর সঙ্গে যাকাত আদায়ে নিযুক্ত করেন। তারপর, ইবন খাতাল ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া মরতাদ্দ হইয়া ঐ আনসারীকে হত্যা করে এবং যাকাতের মাল লইয়া মক্কায় পলায়ন করে। তাহার ঐ মুরতাদ্দ হওয়া, বাগী হওয়া ও মুসলিম হত্যার কারণে নবী সঃ মক্কা প্রবেশের পরে তাহাকে হত্যা করার হুকম জারী করেন। হারাম শরীফের মধ্যে কোনও প্রাণী হত্যা করা হারাম থাকায় ইবন খাতাল কা'বার পর্দায় আশ্রয় লয়। এই সংবাদ পাইয়া নবী সঃ আবার বলেন, "তাহাকে হত্যা কর।" ইহার তাৎপর্য এই যে, মুরতাদ্দ, বাগী অথবা নরহন্তা হারাম শরীফে প্রবেশ করিলেও সে নিরাপদ হয় না। তাহাকে জোর-যবরদস্তি ধরিয়া হারাম শরীফের বাহিরে আনিয়া হত্যা করা উত্তম হইবে। —অনুবাদক]

৪৪৪। তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন জুবাইর হইতে বর্ণিত আছে, বদর দিবসে রসূলুল্লাহ সঃ তিন জন মুশরিককে পানাহার বন্ধ করিয়া হত্যা করেন।—আবূ দাউদ মুরসালরূপে—ইহার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

[পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ সঃ কেবলমাত্র তরবারী দ্বারা হত্যা করিবার আদেশ দেন।]

৪৪৫। ইমরান ইবন হুসাইন রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ দুই জন মুসলিম বন্দীর মুক্তিমূল্যস্বরূপ এক জন মুশরিককে মুক্তি দান করেন।—তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। ইহার মূল মুসলিমে রহিয়াছে।

[বন্দী আদান প্রদান করা এই হাদীস হইতে সাবিত হয়। ব্যাপারটি এই—বানূ সাকীফ ও বানূ আকীল পরস্পরের হালীফ বা বন্ধু গোত্র ছিল। বানূ সাকীফ দুই জন সাহাবীকে গেরেফতার করে আর নবী সঃ বানূ আকীলের এক জন লোককে গেরেফতার করেন। অনন্তর বানূ সাকীফ ঐ সাহাবীদ্বয়কে মুক্তি দিলে নবী সঃ ঐ মুশরিককে ছাড়িয়া দেন।—অনুবাদক]

৪৪৬। সাখর ইবন 'আইলা হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"কোন কওম যখন মুসলিম হয় তখন তাহারা নিজেদের জান ও মাল নিরাপদ করিয়া লয়।"—আবু দাউদ। ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

৪৪৭। জুবাইর ইব্ন মুত'ইম রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেন,

لوكان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له

"আজ যদি মুত'ইম ইব্ন 'আদী জীবিত থাকিত আর সে এই বদ্‌বুদার লোকদের সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত তবে আমি তাহার খাতিরে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম —বুখারী।

[তায়িফ হইতে যখমী অবস্থায় রসূলুল্লাহ সঃ যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন মুত'ইম ইব্ন আদী তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা যত্ন করেন। রসূলুল্লাহ সঃ মুত'ইম ইব্ন 'আদীর সেই সেবার শুকরিয়া স্বরূপ এই কথা বলেন।—অনুবাদক]

৪৪৮। আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমরা আওতাস যুদ্ধে এমন সব বন্দিনী লাভ করিলাম যাহাদের স্বামী জীবিত ছিল। ফলে, সাহাবীগণ তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া পাপ-জনক বিবেচনা করে। তাহাতে এই আয়াত নাযিল হয়।

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم

"তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহারা ছাড়া অপর সধবা স্ত্রীলোকগণকে তোমাদের জন্য হারাম করা হইল।"— মুসলিম।

[বিবাহিতা স্ত্রীলোক যদি স্বামীসহ বন্দী না হইয়া একাকী বন্দী হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ব বিবাহ বাতিল হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোক যদি গর্ভবতী থাকে তাহা হইলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হওয়া হারাম। আর যদি গর্ভবতী হওয়া জানা না যায় তাহা হইলে এক ঋতু না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হওয়া হারাম।

বলা বাহুল্য ইমাম কর্তৃক বন্দিনীদিগকে ভাগ করিয়া দিবার পর এই হুকম জারী হইবে। যুদ্ধে যে যাহাকে বন্দী করিবে সে তাহাকে ইমামের নিকট জমা দিবে।—অনুবাদক]

৪৪৯। ইব্ন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ নজদের দিকে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। আমিও ঐ দলে ছিলাম। অনন্তর তাহারা বহু উট গানিমাত স্বরূপ লাভ করে। তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে ১২টি করিয়া উট পড়ে। আর তাহাদিগকে একটি করিয়া উট অতিরিক্ত দেওয়া হয়। —বুখারী ও মুসলিম।

৪৫০ [ক] ইব্ন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ খাইবার যুদ্ধে ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ ও পদাতিক সৈন্যের জন্য এক ভাগ বরাদ্দ করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

[খ] আবু দাউদে রহিয়াছে—মানুষ ও তাহার ঘোড়ার জন্য নবী সঃ তিন ভাগ দেন। দুই ভাগ তাহার ঘোড়ার জন্য ও এক ভাগ তাহার জন্য।

[ঘোড়ার ভাগ সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফার মতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘোড়ার এক ভাগ ও ঘোড়-সওয়ারের এক ভাগ মোট দুই ভাগ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক ভাগ। অর্থাৎ অশ্বারোহী পাইবে দুই ভাগ। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর মতে অশ্বারোহী পাইবে তিন ভাগ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসটি উভয় মতেরই পরিপোষক। কারণ ঐ হাদীসে বলা হইয়াছে পদাতিকের জন্য এক ভাগ। আর পদাতিকের বিপরীত হইতেছে অশ্বারোহী। কাজেই ঐ হাদীসে

لِلْفَرَسِ

এর অর্থ "অশ্বারোহীর জন্য" লওয়া অসঙ্গত হয় না।

খাইবার যুদ্ধে যোগদানকারী লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে দুই প্রকার রিওয়াত থাকায় এই বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব হইয়াছে।—অনুবাদক]

৪৫১। [ক] মা'ন ইবন য়াযীদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি।

لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ

"গানীমাতের মালের পাচ ভাগের এক ভাগ বাহির না করিয়া অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া চলিবে না।"—আহমদ ও আবু দাউদ। তাহাবী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) হাবীব ইবন মাস্‌লামা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে দেখিয়াছি যুদ্ধের প্রথম ভাগে চারি ভাগের এক ভাগ অতিরিক্ত ভাবে দিতে এবং ফিরিবার কালে তিন ভাগের এক ভাগ অতিরিক্ত ভাবে দিতে।—আবু দাউদ। ইবন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

(গ) ইবন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যাহাদিগকে কোন অভিযানে পাঠাইতেন তাহাদের মধ্য হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যের ভাগ ছাড়া অতিরিক্ত আরও কিছু পুরস্কার স্বরূপ দান করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৫২। (ক) উমর রাঃ বলেন, আমরা যুদ্ধে মধু ও আঙ্গুর পাইলে তাহা খাইয়া ফেলিতাম। উহা রসূলুল্লাহ সঃ-র সম্মুখে পেশ করিতাম না।—বুখারী।

আবু দাউদে আছে, উহা হইতে পঞ্চমাংশ লওয়া হইত না। ইহাকে ইবন হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) আবু আওফার পুত্র আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, খইবর যুদ্ধে আমরা কিছু খাদ্য পাইয়াছিলাম। অনন্তর, যে কোন সৈন্য আসিত এবং তাহার পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট হইত-সেই পরিমাণ খাদ্য লইয়া চলিয়া যাইত।—আবু দাউদ। ইবন জারূদ ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

[অল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া জিহাদে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় না। ভাগ বণ্টনের পূর্বেই সৈন্যগণ নিজ নিজ প্রয়োজন মত উহা খাইতে পারে।—অনুবাদক]

৪৫৩। রুওইফি' ইবন সাবিত রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ

حَتّٰى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَلَا

www.ahlehadeethbd.org

يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى

اذا اخلقه رده فيه

"যে কেহ আল্লার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মুসলিমদের গানিমাত হইতে কোন পশুর উপর এমন ভাবে আরোহণ না করে যে, সে উহাকে দুর্বল করিয়া উহাকে গানীমাতের মালে জমা দেয়। এবং সে যেন মুসলিমদের গানীমাত হইতে কোন কাপড় এমন ভাবে পরিধান না করে যে, সে উহাকে পুরাতন করিয়া গানীমাতের মালে জমা দেয়।—আবু দাউদ ও দারমী। ইহার রাবীদের মধ্যে কোন দোষ নাই।

[জিহাদে উট, ঘোড়া, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি হস্তগত হইলে সৈন্যগণ ঐ জিহাদের প্রয়োজনে উহা ব্যবহার করিতে পারে। সেনাপতির অনুমতি লওয়া সম্বন্ধে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে।—অনুবাদক]

৪৫৩। (ক) আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি,

يجير على المسلمين بعضهم

"মুসলিমদের যে কেহ সকল মুসলিমের পক্ষ হইতে [যে কোন অমুসলিমকে] নিরাপত্তা দান করিতে পারে।—ইবন আবী শাইবা ও আহমদ। ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

[ইহার সনদে হাজ্জাজ ইবন আরতাত রহিয়াছেন। তাহাকে কেহ কেহ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।—অনুবাদক]

(খ) আমর ইবন আস রাঃ-র হাদীসে রহিয়াছে ঃ

يجير على المسلمين ادناهم

"নগণ্য মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ হইতে [যে কোন অমুসলিমকে] নিরাপত্তা দান করিতে পারে।—তায়ালিসী।

(গ) আলী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে "সকল মুসলিমেরই নিরাপত্তা দান একই সমান মর্যাদা রাখে। তাহাদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তিরও নিরাপত্তা চুক্তি পালন করিতে হইবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

ইবন মাজা হাদীস গ্রন্থে অতিরিক্ত রহিয়াছে—"দূর দূরান্তের মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দান করিলে তাহা পালনীয় হইবে।"

(ঘ) উম্ম হানী রাঃ র হাদীসে রহিয়াছে নবী সঃ বলিয়াছিলেন,

قد اجرنا من اجرت

"তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দান করিলাম।"—বুখারী ও মুসলিম।

[চুক্তি পালন করা ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহা এই হাদীসগুলি হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। 'কোন কাফিরকে নিরাপত্তা দান করার অধিকার শুধু ইমামেরই আছে—এমন কথা নয়; বরং যে কোন মুসলিম—পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, গণ্যমান্যই হউক

www.ahlehadeethbd.org

আর সাধারণ লোকই হউক—যে কোন কাফিরকে নিরাপত্তা দান করিতে পারে। এবং যে কোন মুসলিম কোন কাফিরকে নিরাপত্তা দান করিলে তাহা পালন করা সকল মুসলিমের পক্ষে ওয়াজিব হইবে।—অনুবাদক]

৪৫৫। উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছেন :—

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لَا اَدَعَ اِلَّا مُسْلِمًا ۔

"আরব উপদ্বীপ হইতে আমি য়াহূদ ও খৃষ্টান দেরে অবশ্যই বাহির করিয়া ছাড়িব। এখানে মুসলিম ছাড়া আর কাহাকেও থাকিতে দিব না।"—মুসলিম।

৪৫৬। উমর রাঃ বলেন, আল্লাহ তাঁহার রসূলকে বিনা যুদ্ধে যে যে সব মাল দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বনূ নযীরের সম্পত্তিও ছিল। উহা লাভ করিবার জন্য মুসলিমগণ ঘোড়া বা উট দৌড়ান নাই। কাজেই ঐ সম্পত্তি হইতে নবী সঃ-র জন্য খাস ছিল। নবী সঃ ঐ সম্পত্তি হইতে তাঁহার পরিবারের সম্বৎসরের খাদ্য রাখিতেন এবং অবশিষ্ট তিনি মহান আল্লার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ও অস্ত্রাদিতে ব্যয় করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৫৭। মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া খইবর যুদ্ধ করি। অনন্তর আমরা ঐ যুদ্ধে বহু ছাগল পাই। ঐ ছাগলের অংশ বিশেষ রসূলুল্লাহ সঃ আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং অবশিষ্ট ছাগল বইতুল-মালে রাখেন।—আবূ দাঊদ। ইহার রাবীদের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নাই।

৪৫৮। আবূ রাফি বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন,

اِنِّيْ لَا اَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا اَحْبِسُ الرُّسُلَ ۔

"ইহা নিশ্চিত যে আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না এবং দূতদেরে আটক করিনা।—আবূ দাঊদ ও নাসায়ী। ইবনু হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৫৯। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে : রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا فَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ۔

"যে কোন জনপদে তোমরা গিয়া সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হও সেই জনপদে তোমাদের অংশ রহিয়াছে। আর যে জনপদ আল্লার এবং তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

রসূলের আহ্বান অগ্রাহ্য করে সেই জনপদের গানীমাতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের প্রাপ্য, তারপর ঐ গানীমাত তোমাদের প্রাপ্য। অর্থাৎ বাকী চারি ভাগ সৈন্যদের প্রাপ্য---- মুসলিম।

[অর্থাৎ মুসলিম সৈন্য যদি কোন জনপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যায় এবং ঐ জনপদের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতঃ উক্ত জনপদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে সেই জনপদের সমগ্র সম্পত্তি ঐ অভিযানকারী সৈন্যদলের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। উহার পাঁচ ভাগের একভাগ বয়তুল মালের জন্য বাহির করিয়া লওয়া হইবে না। ইমাম শাফিঈ ছাড়া আর সকল ইমামই এই হাদীসের কারণে এই মত পোষণ করেন। নওবীর 'মুসলিমের ভাষ্য।'---অনুবাদক]

তোমার আশিস-ধারা

—মুর্শিদ মুর্শিদাবাদী

প্রভো! তোমার আশিস-ধারা
মুর্দা ধরার বুকে জাগায়
বিপুল প্রাণের সাড়া,
প্রখর গ্রীষ্মে যে চাতকী
লুটলো ধূলায় ত্রাহি ডাকি,
সে আজ শাউন-সুধা পিয়ে
আনন্দে মাতোয়ারা।
শুষ্ক মাটীর তপ্ত হিয়ায়
তোমার শীতল ঢেউ খেলে যায়,
আজ সবুজের লীলা খেলায়
মত্ত গ্রহ ও তারা।
আকাশ কাঁদে কী বেদনায়!
মেঘের বিলাপ কোন্ যাতনায়!
কাহার টানে মরা গাঙে
ডাকলো জোয়ার ধারা?
ওগো! তোমার লাগি সবাই আকুল
আকাশ বাতাস, গাছ, পাতাকুল,
কাঁদছে কেহ, কাঁপছে কেহ
হাসছে পাগল-পারা।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্যকর্ম

(৩৩৭ পৃষ্ঠার পর)

করিলে জানা যাইবে যে, এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই ইসলামের অমরত্ব, রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশ্ব-জনীন নেতৃত্ব ও মুছলিম জাতির প্রাধান্যের আকীদা-গুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানিয়াতের উক্ত মৌলিক ভিত্তি-প্রস্তরখনি নড়িয়া উঠিলে উম্মতে মুছলিমার গগনস্পর্শী প্রাসাদ মিছমার হইয়া যাইবে। অপরা-পর জাতি এবং ধর্ম আর মুছলিম জাতি ও ইছলাম ধর্মে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট রহিবেনা।"

১৪৯ পৃষ্ঠায় খতমে নবুওত সম্পর্কে কোর-আনের সাক্ষ্য শুরু হইয়াছে এবং ১৯৮ পৃষ্ঠায় উহার আলোচনা শেষ হইয়াছে। এই আলোচনায় আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ এবং নির্ভর যোগ্য ১২টি অভিধান গ্রন্থ এবং কোরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাসের ন্যায় জলীলুল কদর সাহাবী, তাবেয়ী হাসান বসরী এবং পরবর্তী মুফাস্‌সির ও বিদ্বানগণের মধ্যে ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে হযম, বাগাভী, যমখশরী ফখরুদ্দীন রাযী, বয়যাভী, নছফী, নিশাপুরী, খাযিন, ইবনে কসীর, মহায়েমী, ইবনে হজর, মঈনুদ্দীন, কাশেফী, ছৈয়ূতী, আবুস সউদ, যুরকানী, মুল্লা জীওন, নাবলসী, শাহ ওলিউল্লাহ, সুলায়মান জমল, শাহ আবদুল আযীর, শাহ আবদুল কাদির, শাহ রফী উদ্দীন এবং আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসানের সুস্পষ্ট অভিমত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, অভিধানের দিক হইতে এবং প্রায় ৩৫টি সর্ব-মান্য তফসীর গ্রন্থ অনুসারে কুরআনে উক্ত 'খাতমুন নবীঈনের' অর্থ নবীগণের শেষ বা সমাপ্তকারী।

২২৯ পৃষ্ঠা হইতে হাদীসী প্রমাণের সূত্রপাত এবং ৩০১ পৃষ্ঠায় উহার খতম। এই ৭২ পৃষ্ঠায় রসুলুল্লার নবুওতের চরমত্ব সম্পর্কে ১০৬টি হাদীস বিভিন্ন হাদীস ও সুনন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলন সমাপ্তির পর গ্রন্থকারের মন্তব্য উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে ইসলামের অন্য সব আকীদা হইতে খতমে নবুওত সম্পর্কে রসুলুল্লার বাণী ও হুশিয়ারী অধিকতর বিশদ ও বিস্তৃত।

"কারন, ইসলামের সামগ্রিক রূপায়ণ দুইটি বাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রথম, সৃষ্টিকর্তার একত্ব, দ্বিতীয়, মানবত্বের একত্ব। আল্লার একত্ব যেমন তওহীদের উপর কায়েম, মানবত্বের একত্বের আকীদাও তদরূপ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এক নেতৃত্বের যে মতবাদ, ইহারই সক্রিয়তার উপর মানব জাতির মহাসম্মেলন এবং খিলাফতে কুব্‌রার রূপায়ন সম্ভবপর। যাহারা নবু-ওতের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে গলদঘর্ম হইতেছেন, তাঁহারা শুধু রসুলুল্লার (দঃ) আগমনের যুগান্তকারী উদ্দেশ্যকে পণ্ড এবং জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত দ্বারকে পুনরুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রই করিতেছেন না, অধি-কন্তু মানব জাতির একত্ব সাধনের প্রধানতম সেতুকে ধ্বংস করিয়া ফেলার প্রয়াসেও তাহারা লিপ্ত রহি-য়াছেন। ইহারা ইছলামের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে মানবতা এবং স্বয়ং মানব জাতিরও শত্রুতা সাধন করিতেছেন।" (৩০৩ পৃষ্ঠা)

গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে নবুওতের চরমত্ব বিরোধী-দের গলাবাজির সমুচিত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভূমিকায় আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওত এবং তাহার নবুওতের বিশিষ্টতাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে যাহারা কোর-আন ও ছুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে শুধু লালসা ও কল্পনা বিলাসকে সম্বল করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আল্লার অভিপ্রায় হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের বাগাড়ম্বর ও প্রতারণার মুখোশ উন্মোচিত করা হইবে এবং যদি জীবনের আরো কিছু অবসর ঘটে, তাহা হইলে তৃতীয় খণ্ডে তওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) যে সকল বৈশিষ্ট্যের ইংগিত রহি-য়াছে, ইনশা আল্লাহ সেগুলির অবতারণা করা হইবে।"

অতীব পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সে আশা —আল্লার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলে—পূর্ণ হয় নাই!

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের আদর্শবাদ

॥ অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাকিস্তান হাসিলের পর যে সমস্ত বিরোধী দল গড়িয়া উঠে পাকিস্তানের আদর্শগত বুনিয়াদ সম্পর্কে তাহাদের কার্যসূচীতেও ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রীদল সমন্বয়ে যে যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া উঠে তাহাদের একুশ দফা মূলনীতিতে বলা হইয়াছে যে, কোরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রনয়ণ করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে। সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনেও মুসলিম লীগ এবং সম্মিলিত বিরোধী দল উভয়েই ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলাম লীগ, আলেম প্রভাবান্বিত জামাতে ইসলাম, জমিয়তে হিজবুল্লাহ প্রমুখ দলও ইসলামকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইসলামিক কালচারাল ইনসটিটিউট (লাহোর) এবং পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (ঢাকা) পাকিস্তান আদর্শবাদ তথা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির নেতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা ইসলামকে আধুনিক প্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের বুদ্ধিজীবি মহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

আলেমদের নেতৃত্বে গঠিত অরাজনৈতিক দল-সমূহের মধ্যে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে গড়িয়া তোলার নীতি গ্রহন করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'পাকিস্তানের জনগণ, নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবি মহল পাকিস্তানের আদর্শবাদ' সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ—এবং সজাগ বলিয়াই জনগণের আশা আকাংখা প্রতিফলনের প্রতিশ্রুতি লইয়া যে সমস্ত রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারাও ইসলামকে নিজেদের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক দলীলসমূহের আলোকেঃ

পাকিস্তানের আদর্শের প্রতিরূপ মিলিবে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক দলীল সমূহে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের দেশ বিখ্যাত 'আদর্শ প্রস্তাব' পাকিস্তানের আদর্শবাদের যথাযথ প্রতিধ্বনি করিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে গণপরিষদ ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসে 'শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' বিষয়ক প্রস্তাবটী গ্রহন করেন। ইহাতে বলা হয় যে, 'সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লার এবং তিনি তাঁহার প্রদত্ব সীমারেখার মধ্যে জনগণের মারফত পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে যে কতৃত্বভার অর্পন করিয়াছেন তাহা পবিত্র আমানত। ইহাতে স্বীকার করা হয় যে, পাকিস্তানে ইসলাম প্রবর্তিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য সহনশীলতা এবং সামাজিক ইনসাফ পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইবে এবং মুসলমানরা আল কোরআন ও সুন্নাহ অনুমোদিত ইসলামী শিক্ষা ও প্রয়োজন মোতাবেক তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই আদর্শ প্রস্তাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বাধীন ভাবে তাহাদের ধর্ম অনুসরণ ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের সুযোগ দেওয়ার নীতি ঘোষিত হয়। এই প্রস্তাবে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেওয়া হয় এবং সংখ্যালঘু ও অনুন্নত ও নির্যাতিত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচ দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়। সর্বোপরি এই প্রস্তাবে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা সংরক্ষণের নীতি পরিগৃহীত হয়।

বিশ্ব জাতিপুঞ্জের দরবারে গৌরবজনক স্থান হাসিল এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্ব-মানবতার সুখ ও সমৃদ্ধিতে যাহাতে পাকিস্তানের নাগরিকরা তাহাদের পূর্ণ অবদান রাখিয়া যাইতে পারে এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই আদর্শ প্রস্তাবটিকে পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মবাণী বলা যাইতে পারে। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রস্তাবে মুসলিম জাতির আশা আকাংখা ও হৃদয় স্পন্দন ধরা পড়িয়াছে।

পরবর্তী সময়ে গৃহীত ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে এই আদর্শ প্রস্তাবটিকে হু হু গ্রহণ করা না হইলেও ইহার মূলনীতিতে অনুরূপ আদর্শের প্রতিরূপই ধরা পড়িয়াছে এবং সমগ্র শাসনতন্ত্রেও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা কার্য্যকরী করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই শাসনতন্ত্রে ইসলামী অর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয় নাই [ইসলামী বিধানসমূহ কার্য্যকরী করা বাধ্যতামূলক করা হয়] কিন্তু এতদসত্বেও ইহা যে একটি মূল্যবান দলীল তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক ডামাডোলে এই শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত হইলেও এবং জাতীয় জীবনে সামরিক শাসনের অভিশাপ নামিয়া আসিলেও পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও তাঁহার নয়া শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শবাদকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই শাসনতন্ত্রেও ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার সুস্পষ্ট ওয়াদা নাই এবং ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকেও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। তবুও ইসলামী আদর্শবাদ পরিষদ, 'ইসলামী গবেষণা পরিষদ' ও ইসলামী একাডেমী ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্যদিয়া নয়া শাসন কর্তৃপক্ষ জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছেন, একথা বলাও বোধকরি বাহুল্য নয়।

পাকিস্তান আদর্শবাদের সমস্যা :

ইতিহাসের পটভূমি হইতে, পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রগতি হইতে, নেতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য হইতে এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের প্রবহমান শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারা হইতে পাকিস্তান আদর্শবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা গেল। এইবার এই আদর্শবাদকে যাহারা অন্য দৃষ্টি-কোন হইতে দেখিতে চান তাঁহাদের বক্তব্যও যাচাই করিয়া দেখা যাইতে পারে।

পাকিস্তান আন্দোলন বনাম উপযোগবাদ :

বুদ্ধিবাদীদের একদল পাকিস্তান আন্দোলনকে বর্ণহিন্দু ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য একটি প্রয়োজন মুহূর্তের চাহিদা মিটানোর আন্দোলন বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে কাজে লাগানোর বাহিরে পাকিস্তান আন্দোলনের কোন পজিটিভ আদর্শ ছিল না। এই শ্রেণীর বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করা চলে না। কেননা ইহারা শুধু গোটা মুসলিম জাতিকে হীন সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন মনে করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না বরং দশ কোটি অজ্ঞ মানুষের অন্ধ ও নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতার নিকট ৪০ কোটি ভারতীয় হিন্দু এবং ৪ কোটি ইংরাজকেও নতি স্বীকারে বাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইংরাজদের কুটনীতি বিশ্ববিদিত! এই কুটনীতি সাম্প্রদায়িকদের নিকট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরাজিত—ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রজ্ঞা এবং মণীষাও এখানে অচল। ভারতীয় এবং বৃটিশ প্রেসের জোরদার প্রচারণাও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার নিকট শূণ্যগর্ভ স্তব্ধতায় পর্যবসিত। আদর্শ ও কার্য্যসূচীহীন একটি আন্দোলন নিছক জেদের বশেই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। এইরূপ একটি রাজনৈতিক অবস্থা সুস্থ মস্তিষ্কে কিভাবে কল্পনা করা যায় তাহা আমাদের বোধের অগম্য। আসলে এই শ্রেণীর বুদ্ধিবাদীরা অন্য উদ্দেশ্যে এই সব কথা বলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পাকিস্তান আদর্শবাদ হইতে জনগণ ও শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের দিকে ফিরাইয়া নেওয়া। একথা সুস্পষ্ট যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ পরিবেশেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, সমাজতান্ত্রিক ভাঁওতা এবং পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হওয়া সম্ভব।

ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ

ইউরোপীয় চার্চ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ-সংঘাত কিভাবে চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল আমাদের শিক্ষিত সমাজের একাংশ তাহার পুঁথিগত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ধর্ম এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ অনিবার্য বলিয়া মত পোষণ করিতেছেন। ইহারা ধর্ম এবং পোপবাদকে এক মনে করিতেছেন—বিশেষ করিয়া ইসলাম-কেও পোপবাদের সমপর্যায়ে কল্পনা করিয়া অহেতুক সন্ত্রস্ত হইতেছেন।

ইহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম তথা ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে কিছুটা সজাগ তাহারা ইহার নৈতিক শাসন মানিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কার্য্য পরিচালনা করার জন্য নিজেদেরকে অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য ইহারা সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করিতেছেন। ইহারা ধর্মকে তথা নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কল্যাণবহ স্বীকার করিতেছেন, অথচ এই নৈতিকতার স্পর্শ হইতে সামাজিক জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে ওকালতি করিতেছেন। ইহাদের একজন বিশিষ্ট লেখক রাজনীতিবিদ ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া বলিতেছেন যে, যদি মুসলমানদের দূরদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে 'খিলাফত' হইতে রাজনীতি বাতিল করিয়া নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জীবিত রাখা চলিত। ইনি 'সুলতানাত' বা রাজতন্ত্রকে 'খিলাফত' বলিয়া মনে করিতেছেন। ইনি বলেন, রোমের 'পোপ'কে যেমন ধর্মীয় নেতা মানিয়াও জাতীয়তাবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে রাজ নীতিক্ষেত্রে 'ধর্মনির্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল, তুরস্কের বা আরবের 'সুলতান'কে খলীফা মানিয়াও তেমনি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে ধর্ম নির্বাসন দেওয়া সম্ভবপর। একজন ধর্ম নিরপেক্ষবাদীর পক্ষেই মাত্র অনুরূপ ধারণা করা সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে 'খিলাফত' রাষ্ট্রের সরকারের একটি বিশেষ গণতান্ত্রিক ধরণকে বুঝায়। ইসলামকে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্বীকার করিলেই মাত্র খিলাফতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। সোনার পাথর বাটীও যেমন অসম্ভব—ধর্মনিরপেক্ষ খিলাফতও তেমনি আজগুবি ব্যাপার। ইউনেস্কো ধরণের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মুসলিম জাহানে এখনও রহিয়াছে। কিন্তু ইহার সংগে খেলাফতের আইডিয়া জড়াইয়া গোঁজা মিল দিয়া লাভ কী ?

এই রাজনীতিবিদের আর একটি যুক্তি ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যাপারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদল কিছুতেই ধর্মীয় সংখ্যাগুরু দলের হস্তক্ষেপ স্বীকার করিতে পারে না। অথচ ধর্মীয় রাষ্ট্রে তাহাই ঘটে। এই জন্যই মুসলিম ও খৃষ্টানজগতে উনবিংশ শতকে এবং বৌদ্ধ জগতে বিংশ শতকে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক মতবাদ গৃহীত হয়। কাজেই পাকিস্তান ধর্মকে পুনঃপ্রবর্তন করার ব্যর্থ চেষ্টা চলাইতে পারে না। ইনি ইসলামী রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্য অর্থে ধর্মীয় রাষ্ট্র থিয়োক্রেসী বা মোল্লাবাদ বলিয়া মনে করিতেছেন। ইসলাম যে—অন্যের ধর্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা বরং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অঙ্গের ধর্মীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়, ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ইনি ইহাও ভুলিয়া যাইতেছেন যে, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক বিধান আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত থাকিবে—এবং ইহার ফলে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সকলেই আইনের নিরাপত্তা লাভ করিবেন।

এই ধর্ম নিরপেক্ষবাদী লেখকের শেষ যুক্তি হইতেছে ধর্মের অনেক বিধান আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অযৌক্তিক এবং অচল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কাজেই ধর্মের আওতায় কি ভাবে চলা যায়? তিনি সুদ-কুসিদ, খাদ্য-পানীয়, নাচ-গান, অংকন-ভাস্কর্য, পর্দা এবং নার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাজির করিয়াছেন। এই বিষয়গুলি কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিবন্ধক তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিতে চান পিতার কাছে ধূম ও মদ পানের অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থকাম পুত্র যদি পিতার সম্মুখেই তাহা পান করিতে থাকে তাহা হইলে পিতারও অপমান পুত্রেরও অপমান। কাজেই পুত্রের মদ্য সম্পর্কে পিতার নিরাসক্ত মনোভাবই উত্তম। তাহার মতে যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি,চুক্তিভঙ্গ,কুটনীতি,ব্যবসায়,বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে মিথ্যাচার বা সত্য গোপন প্রয়োজন। কাজেই আমাদের অপূর্ণতার দরুণ যে নীতিহীনতার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করিব তাহারই সমর্থন যদি ধর্মে খুঁজিতে হয় তাহা হইলে ধর্মকেই অপমান করা হয়।

লেখকের যুক্তি খুবই মজাদার—এবং ইহা হইতেই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বোধগম্য হইতেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন—ইহার অপর নাম সুবিধাবাদ। ধর্মে প্রবঞ্চনামূলক যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, ব্যবসায়, ডিপ্লোমেসী নিষিদ্ধ কিন্তু আমাকে তাহা করিতেই হইবে—কাজেই ধর্মকে শিকায় তুলিয়া রাখিতে হইবে। কোরআনকে গেলাফে বন্ধ করিয়া চুম্বন করিয়া ইহার প্রতি সম্মান দেখানই বুদ্ধিমানের কাজ—ব্যবহারিক জীবনে ইহা নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সারা জীবন ধরিয়া মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, ইত্যাদি সাধন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, অর্থসম্পদ ও প্রাচুর্য্য লাভ এবং সামাজিক পদমর্যাদা হাসিল করিবার পর লেখকের ভাষায়ঃ

Let him then in proper time in a proper mood, come to religion as a blissfull retirement from the humdrums of active life.

"তবে সক্রিয় ও কর্মমুখর জীবনের কোলাহল হইতে যথা সময়ে উপযুক্ত মনোভাব লইয়া আশীষধন্য অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে তাহাকে ধর্মের দিকে আসিতে দিন।"

বৃদ্ধ বয়সে মানুষ ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে ইহাই ধর্ম নিরপেক্ষতার সপক্ষে শ্রেষ্ঠ ওকালতী!

পাকিস্তানের আদর্শবাদে বিশ্বাসী মহলকে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের মুখোস উন্মোচন করিতেই হইবে—নতুবা মানুষের মুক্তিদিশারী ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা জয়যুক্ত হইতে পারে না।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সামাজিক জীবনের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ করা হইয়াছে। তাই অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানে পুঁজিবাদী ধরণের অর্থনীতি কায়েম রহিয়াছে। ফলে দেশের অর্থ সম্পদ ও শিল্পে মুষ্টিকতক লোকের কর্তৃত্ব কায়েম হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানের ঘোষিত আদর্শবাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথাও আসিয়া পড়ে। ব্যবসায়, শিল্প, কারিগরির অগ্রগতি এবং জীবন যাপনের মান যে কোন নিরিখেই বিচার করা যাউক না কেন পাকিস্তানের উভয় অংশে অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ জাতীয় সংহতির পক্ষে বিরাট অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বৈষম্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভূমিকা নিতে পারিবে না বলিয়া অর্থনীতিবিদগণ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। এ অবস্থা পাকিস্তানের আদর্শ এবং সংহতির পক্ষে মারাত্মক। শাসন কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়ি এ সত্য উপলব্ধি করিবেন ততই মঙ্গল।

সমাজবাদ ঃ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তি বিশেষের হাতে হাতে থাকে। ফলে ধনিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে। ক্রেতা জনসাধারণও শোষিত হয়। এই জন্য কোন কোন চিন্তাবিদ সম্পদ ও শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ করার প্রস্তাব করেন। মোটামোটিভাবে ইহাই সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র নামে খ্যাত। রাশিয়ায় যে সমাজতন্ত্র প্রচলিত তাহা কমিউনিজম নামে পরিচিত। কমিউনিষ্টরা রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশীপ কায়েম করেন। তাহারা আশা পোষণ করেন যে, ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধ সাধিত হইবে এবং তখন রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু রাশিয়ায় কমিউনিজম চার যুগ ধরিয়া কায়েম রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতেছে—কমিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। জনগণের স্বাধীনতা বলিতে কিছুই নাই—শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরাই স্বাধীন। কমিউনিষ্ট পার্টির যখন যিনি প্রধান থাকেন তাহার সমর্থকরাই তখন রাষ্ট্রের পরিচালক। রাশিয়ার নেতৃত্বের কোন্দল ও ঘণ ঘন রদবদল উহার আভ্যন্তরীন অবস্থার সুন্দর পরিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রাশিয়া এবং চীনের আদর্শগত দ্বন্দের কথা আপাততঃ মুলতবী রাখিতেছি।

মোট কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের মধ্যে আমাদের দুর্দশার অবসান সম্ভব বলিয়া প্রচারণা চালাইতেছেন। ইহারা বলেন, বিচারপতি মুনীরের রিপোর্ট হইতে বুঝিতে পারি—ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয়। মুনীর-রিপোর্টে পাকিস্তানী আলেমদের প্রদত্ত ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইয়াছে। ব্যাখ্যার বিভিন্নতা হইতেই যদি বিষয়ের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কথাটা আরো বেশী প্রযোজ্য। কেননা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এত বেশী মতবাদ চালু রাহিয়াছে যে কোন্‌টা সমাজতন্ত্র তাহা উদ্ধার করা মুশকিল। মডার্ণ পলিটিক্যাল থিওরীর লেখক জেয়োও যথার্থই বলেন :

Socialism in short, is like a had that has last its shape became everybody wears it.

"সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমাজতন্ত্র হইতেছে এমন একটি টুপির মত যাহা প্রত্যেকের পরিধানের ফলে উহার আকৃতি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।"

ইউটোপিয়ানিজম, খৃষ্টান সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম, গীল্ড সোশ্যালিজম, ফেবিয়ান সোশ্যালিজম, চীনা নিউ ডেমোক্রেসী ইত্যাদির ভিন্নতা এত বেশী যে, সে তুলনায় ইসলাম সম্পর্কে ব্যাখ্যার ভিন্নতা ধর্তব্যের বিষয় হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যেখানে করাচীর সর্বদলীয় ওলামা কন্‌ভেনশন (১৯৫০) ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা সর্বসম্মত ধারা প্রদত্ত হইয়াছে সেখানে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ প্রচারণা বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

ইসলামে সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ করাই বড় কথা নয়—জুলুমের উৎসাদনই বড় কথা। সম্পদ ব্যক্তির হাতেই থাকুক বা রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক—ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় যে, ইহার প্রতি মানুষের অতি আকর্ষণ থাকে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যক্তিগত সম্পদে সমাজের এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত সম্পদে অভাবগ্রস্ত মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়, পাকিস্তান এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দৃষ্টিভঙ্গিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র বিশ্বে একটি নয়া আদর্শ স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং সমাজতন্ত্র নয়—ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পাকিস্তানের আদর্শ। এই আদর্শের পথেই অবিচল পদক্ষেপে আমাদিগকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

পাকিস্তান আদর্শবাদ (একটি পর্যালোচনা)

পাকিস্তান আদর্শবাদের বহুমুখী সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করা গেল। এবার পাকিস্তান আদর্শবাদ সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা করিতে চাই।

ব্যক্তি জীবনে তওহীদ বা আল্লার একত্ববাদ ইসলামের বীজমন্ত্র। এই তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজেকে আল্লার খলীফা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে মানুষ 'ইনসানে-কামিল' বা পূর্ণ মানব হইবার সাধনা করিবে। আল্লার যে সব গুণ আল কোরআনে ও সুন্নায় বর্ণিত হইয়াছে মানুষ সেই সব গুণের অনুশীলন দ্বারা মনুষ্যত্বের সাধনায় লিপ্ত হইবে। পাকিস্তান মানুষকে এই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবার সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে।

সমাজ জীবন

তওহীদে বিশ্বাসী জনমণ্ডলী একটি সাম্যবাদী ভ্রাতৃসমাজ কায়েম করে। এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ শুধু 'আইডিয়া' মাত্র নয়—মদীনার প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রে আমরা ইহার একটি কার্যকরী রূপ দেখিতে পাই। মদীনার আনসারবৃন্দ মুহাজিরদের মধ্যে নিজেদের সম্পদ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পাকিস্তানের মুহাজির সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াও পাকিস্তানীরা ভ্রাতৃত্ববোধের নয়া নযীর স্থাপন করিয়াছেন। আজ আমাদের উচ্চ পর্যায়ের সমাজে এই ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হইলেও মুসলিম জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এখনও প্রবল রহিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র জনগণকে ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে—এবং এই আদর্শে সমগ্র মসলিম জাহানকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে। পাকিস্তান আপন রাষ্ট্র সীমার মধ্যে শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিবে, এখানে হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নাগরিকবৃন্দ সমান নাগরিক অধিকার পাইবে—মানুষে মানুষে সাম্য গড়িয়া উঠিবে। সমাজে নারী তাহার যথাযোগ্য অধিকার হাসিল করিবে। নারী তাহার নিজস্ব সামাজিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিবে।

পাকিস্তানী নারী পথে ঘাটে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনী করিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ করিবে। আত্মসম্মান বোধে সে পৃথিবীর সকল জাতির নারী সমাজের আদর্শস্থানীয়া হইবে। পাকিস্তান নর-নারীর পূর্ণ মর্যাদার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে।

রাজনীতিক জীবন ঃ

তওহীদের তাৎপর্যে বিশ্বাসী জনসমাজ রাজনীতি ক্ষেত্রে খিলাফতের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। খিলাফত মানুষের ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্র জীবনকে আল্লার সার্বভৌমত্বের অধীন করিয়া দেয়। আল্লাহকে সার্বভৌম স্বীকার করার অর্থ আইনের চোখে সকল মানুষের সাম্যের স্বীকৃতি।

ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা, গভর্ণর, উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ আদালতের সমন পাইয়া আদালতে হাজির হইয়াছেন এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে সাজা গ্রহণ করিয়াছেন এমন নযীর বিরল নয়। নিরপেক্ষ চিন্তা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসলামের রাজনীতিক কাঠামোতেই একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্র বিদ্যমান, পাকিস্তানে এই গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিগৃহীত হইবে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর, উচ্চকর্মচারীবৃন্দ জনগণের সমালোচনা সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করিবেন। জনগণ জেল জুলুম বা প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় না করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করিবে। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করিবে।

জনগণ শুধু পাশ্চাত্য ধরণের ভোটের গণতন্ত্র হাসিল করিবে না—পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আদর্শ জনগণের বিশ্বাসের অঙ্গ হইবে। জীবনের সকল স্তরে এই গণতন্ত্র কায়েম হইবে।

অর্থনৈতিক জীবন :

তওহীদ মানুষকে আল্লার মালিকানা শিক্ষা দেয়। আল্লার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থ সম্পদের উপরও আল্লার মালিকানা স্বীকৃত হয়। অর্থ সম্পদে মানুষের অধিকার থাকিবে—এই অধিকার নিরঙ্কুশ মালিকানা নয়। ধর্মের উপর মানুষের অধিকার হইবে আল্লার আমানত স্বরূপ। মানুষকে তাহার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রয়োজনমত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। বিলাস ব্যসনে ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় অর্থের অপচয় করা চলিবে না।

পাশ্চাত্যের মালিকানা মতবাদ পাকিস্তানে বাতিল হইবে। পাকিস্তানের নাগরিকরা ধনিকের সম্পদে দরিদ্রের হক স্বীকার করিবে। এই হক ভিক্ষা নয়—ন্যায্য অধিকার।

পাকিস্তান আদর্শবাদ যেমন ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকার করেনা—তেমনি অর্থ সম্পদের জাতীয় মালিকানাও স্বীকার করে না। বাংলা দেশের পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়ে আমেরিকা ও রাশিয়া তাহাদের উদ্বৃত্ত গম যথাক্রমে আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবাইয়া এবং আগুনের চুল্লিতে জ্বালাইয়া যে ভাবে জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন পাকিস্তানের নিকট তাহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। পাকিস্তান আদর্শবাদ ব্যক্তিগত মালিকানা এবং জাতীয় মালিকানা তথা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ উভয় মতবাদকেই বাতিল করিয়া দিবে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবে আল্লার মালিকানা। ইহার অর্থ বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করাই হইবে পাকিস্তানের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদূরিত হইবে।

পাকিস্তান আদর্শবাদ বনাম বিশ্ববাদ

উপরোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদ, কিম্বা সমাজবাদ পাকিস্তানের আদর্শ নয়। পাকিস্তান পাশ্চাত্য অর্থে জাতীয় রাষ্ট্র' নয়, কেননা তাহা হইলে ভারতীয় জাতীয়তা বর্জনের কোন অর্থই থাকিতে পারে না। পাকিস্তান ভৌগোলিক জাতীয়তা মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে। কেননা ভৌগোলিক দিক হইতে ব্যাপক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ইহার দুই অঞ্চল এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাকিস্তান 'ভাষাগত জাতীয়তা'কে বাতিল করিয়া দিয়াছে—ইহা বহু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। পাকিস্তান তমদ্দুনের পোষাকী ব্যবধান এবং গোত্র বা গোষ্ঠীগত বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়াছে। কাজেই

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তান একটি নয়া আন্তর্জাতিক আদর্শের পরীক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে। তাই পাকিস্তানের আদর্শবাদ এবং নয়া বিশ্ববাদ আজ স্বার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাকিস্তানবাদীর দায়িত্বঃ

পাকিস্তানের এই আদর্শবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি-দেরকেই আমি প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলি। আপনি যে কোন রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক দলের কর্মী বা সমর্থক হউন না কেন, এই আদর্শবাদের পতাকা আপনাকে বহন করিতে হইবে, তবেই আপনি পাকিস্তানবাদী। পাকিস্তানবাদীর দায়িত্ব অপরিসীম। পাকিস্তান মতবাদকে জনগণের মধ্যে নূতনভাবে প্রচার করিতে হইবে। বহির্বিশ্বেও পাকিস্তানবাদের পয়গাম পৌঁছাইতে হইবে। মানব জাতি আজ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেও তাহার সংস্কৃতি এবং সভ্যতা চরম সংকটের সম্মুখীন—মানব আজ ধ্বংসের মুখোমুখী—পাকিস্তান-কেই নয়া বিশ্বের পতাকা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।*

*বিগত ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিস আয়োজিত সেমিনারে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবি আকবর এলাহাবাদী

॥ এম, মওলা বখশ নদভী ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমের ভাব ধারার প্রতি আকর্ষণ বোধের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীগণ তাহাদের লেবাসের প্রতিও অন্ধভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা পাশ্চাত্য পন্থীদিগকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যবিমুখ করিয়া উক্ত লেবাসের আকর্ষণের বেড়াজালে তাহাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! এখন সেই বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। কবি এই ভাবটিকেই তাঁহার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন অল্প কয়েকটি কথায়—

کونے کونے میں گھر کے جالے ہیں
اور ہم سوٹ کے حوالے ہیں

ঘরের মাঝে সকল কোনে ঝুলছে কেবল ঝুল
আর আমরা জড়িয়ে গেছি স্যুট কোটে বিলকুল।

উন্নতির গর্ব

নিজেরা শুধু পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়াই খুশী নয়। তাহারা মনে করে, তাহাদের পুত্র কন্যা,পুত্রবধু ও নাতী নাতনীরাও সেই একই চলন বলনে অভ্যস্ত হইয়া উঠুক। তাই পুত্রদের জন্য তাহারা ইংরাজী স্কুলে পড়া ফ্যাশন দুরস্ত কন্যা কামনা করে, তাহাদের পৌত্রী দৌহিত্রীরা নাচের আসর সরগরম করিলে তাহারা আনন্দে গর্বে আত্মহারা হয়। আত্মসম্মান বোধ তাহাদের খর্বিত এবং রুচি-বিকৃত এই ভাবেই হইয়া গিয়াছে—মায়া মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করার নেশায় তাহারা আজ বিভোর। কবি তাই বলেন :

اپنی اسکولی بہو پر ناز ہے ان کو بہت
کیمپ میں ناچے کسی دن انکی پوتی توسہی
اپنی دھن میں آبرو کی کچھ نہیں پروا انہیں
نذر معجون ترقی ہوئی ہوتی توسہی

স্কুলি পুত্র-বধু পাইয়া কত যে গর্বে বিভোর রয়
পৌত্রী তাহার ক্যাম্পে যাইয়া নাচিলে দেখিব কেমন হয়।
আপন খেয়ালে হইয়া মগ্ন নাহি পরওয়া ইয্যতের
উন্নতির এই মোদকের ভেট হইলে মতি, পাইবে টের।

গাফলতির পর্দা

নারীরা এতদিন নিজেদের সম্ভ্রম যে পর্দা দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল সেই পর্দা নারীর দেহ হইতে উন্মোচিত হইয়া পুরুষদের বুদ্ধি এবং বিবেককে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—ফলে মুক্ত বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তা দ্বারা কোন কিছু সুস্থ মনে চিন্তা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কবি এই অবস্থা দর্শনে দুঃখ ও ক্ষোভে ম্রিয়মান :

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں
اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا
پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا
کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا

কাল্ কে পথে পর্দাহারা বিবিগণকে দেখিয়া হায়।
জাতীয় ক্ষোভে মাটীর মাঝে আকবর সে যে ঢুকিয়া যায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শুধাইলাম আপনাদের পর্দা কোথা কি হাল তার ?
বললো তারা পড়েছে উহা পুরুষদের জ্ঞানের পর।

চাদর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

নারী পুরুষদেরই ছায়াগামিনী, উন্নতির পথে তাহারাও তাহাদেরই সহযাত্রিনী। তাই পরদার আবরণ ছিন্ন করিতে তারা দৃঢ় সঙ্কল্পা। ইসলামের দৃষ্টিতে যে বস্তু ছিল আলো, উহা ইহাদের নিকট অন্ধকার, তাই সেই আলো নিভাইয়া দিতেই ইহারা উৎসাহিনী—

مرد جنٹلمین ہو کر پا رہے ہیں جب عروج
بیبیاں پھر گھر میں رنج کسمپرسی کیوں سہیں

পুরুষ জেণ্টেলম্যান হয়ে করছে যখন উন্নতি,
বিবিরা তখন ঘরে ব'সে সইবে কেন দুর্গতি।

—.—

مطمئن رہئے نہ ہوگا عورتوں کا یہ حجاب
چادر قومی کی آخر کھلتی جاتی ہیں تہیں

নির্ভাবনায় থাকুন এখন, রইবেনা আর পর্দা সাজ,
যাচ্ছে খু'লে ক্রমান্বয়ে কওমী ওড়নার সকল ভাঁজ।

نئی تہذیب کی عورت میں کہاں دین کی قید
بے حجابی جو ہو اس میں تو قباحت کیا ہے ؟

নব তাহযীবে বিবিদের আর দ্বীনের বাঁধন নাই,
পর্দা ছাড়িয়া বাহির হইলে কি বা আছে দোষ তায় ?

—o—

نور اسلام نے سمجھا تھا مناسب پردہ
شمع خاموش کو فانوس کی حاجت کیا ہے

নূরে ইসলাম জেনে ছিল ভাল পর্দার আবরণ,
নিভান বাতির চিমনীর আর নাই কোন প্রয়োজন।

পাবলিক পছন্দ লেডী

নব সভ্যতা গ্রহণের ফল মহিলাদের উপর কি দাঁড়াইয়াছে তাহাও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বলেন,

اعزاز بڑھ گیا ہے آرام گھٹ گیا ہے
خدمت میں وہ ہے لیڈی اور ناچنے کو ریڈی

تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر
شوہر پرست بی بی پبلک پسند لیڈی

মান বেড়ে গেল, আরাম কমিল কাজে লেডী আর নাচে রেডী,
শিক্ষার দোষে পতিপ্রাণা বিবি হয়ে গেল পাবলিক লেডী।

কেন এই বেপর্দা ?

ইংরেজী শিক্ষিতদের এইভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের ফলে বর্তমানে অবস্থা যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— কবি তাঁহার মূল বৈশিষ্ট্য-গুলিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

اٹھ گیا پردہ تو اکبر کا بڑھا کون سا حق
بے پکارے جو مرے گھر میں چلا آتا ہے
بے حجابی مری ہمسائے کی خاطر سے نہیں
صرف حکام سے ملنے میں مزہ آتا ہے

পরদা উঠে'ছ বলে—বেড়ে'ছ কি অধিকার আকবরের ?
বিনা খবরে বাড়ীর মাঝে ঢুকে পড়তে করেনা দের।

—o—

পর্দা ছে'ড়ে দেওয়া তো আমার প্রতিবেশীর জন্য নয়,
অফিসারদের সঙ্গে শুধু মিশলে বড় মজা যে হয়।

—o—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্তমান পরিস্থিতি

چرخ نے پیش کمیشن کہہ دیا اظہار میں
قوم کالج میں اور اسکی زندگی اخبار میں
شوہر افسردہ پڑے ہیں اور مرید آوارہ ہیں
بیبیاں اسکول میں ہیں شیخ جی دربار میں

কমিশনের কাছে আকাশ ইজহারে বলিল নিজের রায়,
কলেজ মাঝেই জাতি এবং জীবন তাহার পত্রিকায়,
স্বামীরা সকলেই মনমরা আর মুরীদান পথহারা
বিবিজানরা স্কুলে আর দরবারে শেখের পাঁয়তারা,

খুশী এবং খামুশী

অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার গতি প্রকৃতি এবং পরিণতির আভাষ দেওয়ার পর কবি আকবর এলাহাবাদী আধুনিকতাবাদীদের ভ্রান্তি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, ইসলামী পরদাই ছিল জাতির জন্য সর্বদিক দিয়াই মঙ্গলকর এবং আজও উহাই অনুসরণীয়। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন মোহমুক্ত দূরদর্শিতা। কবি তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় বলেন,

کرلیا بی بی نے انکی انٹرنس اس سال پاس
والدہ تو انکی ہیں خاموش لیکن خوش ہیں ساس

বিবি যে তাহার ম্যাট্রিক এবার করেছে পাশ,
মাতা শুনিয়া খামুশ রহিল, খুশীতে ফুলিল সাস,

——

ফ্যাশনের দ্রুত বিস্তার

لیلیٰ نے سایہ پہنا، مجنون نے کوٹ پہنا
ٹرکا جو میں نے بولے بس بس خاموش رہنا
حسن و جنون بدستور اپنی جگہ ہیں قائم
ہے لطف بحر ہستی فیشن کے ساتھ بہنا

কোট পরিল মজনু এবং লাইলা পরিল ছায়া
দোষ ধরিলে বলিল মোরে চুপ রহো তুমি ভায়া.
পাগলামী ও রূপ রহিবে কায়েম আপন স্থানে
জীবন নদে ফ্যাশন সাথে বহাই যে সুখ মনে।

——

অন্দর মহলের দৃশ্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি অন্দর মহলে প্রবেশের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,

حرم میں مسلمون کی رات انگلش لیڈیان آئیں
پڑے تکریم مہمان بن سنور کر بیبیاں آئیں
طریق مغربی سے ٹیبل آیا، کرسیاں آئیں
دلوں سے ولولے اٹھے، ہوس میں گرمیاں آئیں
امنگیں طبع میں ہیں شوق آزادی کا حلوہ ہے
کھلیں گے گل تو دیکھو گے ابھی کلیوں کا جلوہ ہے

গতকাল রাতে হেরেমের মাঝে যখন ইংলিস লেডীরা এল
অতিথিদের অভ্যর্থনায় সেজে গুজে সব বিবিরা গেল,
পশ্চিমী ঢং এ টেবিল আসিল, চেয়ার সোফা সাজান হলো
উত্তেজিত কামনা ও প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো

——

www.ahlehadeethbd.org

তবীয়ত মাঝে বাসনা জাগিল আযাদীর এই
হালুয়া খাবার,
ফুটিলে এফুল দেখিও সবাই, দেখে লও
এখন কুঁড়ির বাহার।

বিদ্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

مجلس نسواں میں دیکھو عزت تعلیم کو
پردہ اٹھنا چاہتا ہے علم کی تعظیم کو

জ্ঞানের আদর কত যে দেখো নারী সভায় ভাই।
বিদ্যার সম্মানে পর্দা উঠে যে দাঁড়াতে চায়।

——

অর্থের শ্রাদ্ধ

سراسر نور تقوی سایے پر قربان کر آئے
یہ کیا اچھا کیا تم نے اگر زر کھو کے مس لائے

ছায়ার লাগি নূরে তাকওয়া সব কুরবান
করে আসিলে,
কী ভাল কাজ করিলে তুমি? টাকা খোয়ায়ে
মিস আনিলে!

পর্দার ইয্যত

حفظ عصمت ہی سہی لیکن یہ پردہ
ہند میں
مسلموں کی جاہ وشان و تمکنت کی
بات تہی
پردہ در کہتا ہے اب اسکی ضرورت کچھ
نہیں
میرزا یا نہ ادا تہی سلطنت کی بات تہی
خون میں غیرت رہی باقی تو سمجھے
گا کبہی
خوب تہا پردہ نہایت مصلحت کی
بات تہی

নিজ ইয্যত রক্ষা ছাড়াও পর্দা প্রথা এই দেশের
চিহ্ন ছিল মুছলমানের শান শওকত ইয্যতের।
পর্দা-বৈরী বল্ছে আজি নাই এখন আর
তা দরকার,
রাজ্য গিরির চাল ছিল তা, মির্যা গিরির ছিল
বাহার

—০—

রক্তে তাহার লজ্জা শরম যদি কিছুটা থাকে
বজায়
বুঝবে পর্দা ভালই ছিল দূরদর্শী বিবেচনায়।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু

॥ আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ ॥

জন্ম ও বাল্য জীবন

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু নিম্ন মিসরের কোন একটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান কোন্ স্থানে তাহা সঠিক জানা যায় না। মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসন কালের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পিতা স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গরবিয়া প্রদেশে আসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাস করিতে থাকেন। এই অবস্থাতেই তিনি বিবাহ করেন এবং মুহাম্মাদ আবদুহু জন্মগ্রহণ করেন। কিছু দিন পর তাঁহার পিতা 'মহাল্লাতে নসর' নামক স্থানে আসিয়া কিছু ভূমি সংগ্রহ করিয়া সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকেন।

বাল্যে মুহাম্মাদ আবদুহুর শরীর চর্চার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি সন্তরণ, অশ্বারোহণ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই গৃহ শিক্ষকের নিকট তিনি গৃহেই লিখা ও পড়া শুরু করেন। ইহার পর তাঁহাকে জনৈক হাফিযের নিকট পাঠান হয়, সেখানে মুহাম্মাদ আবদুহু কুর-আন শরীফ মুখস্থ করেন।

এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মুহাম্মাদ আবদুহু ১৩ বৎসর বয়সে তান্তায় আহমদী মসজিদে গমন করেন। এখানে তিনি কুরআনের হেফয সমাপ্ত করেন ও কিরআত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। মুহাম্মাদ আবদুহুর জনৈক পিতৃব্য এই মাদরাসায় শিক্ষক ছিলেন। এই ব্যক্তি কারী হিসাবেও খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন।

দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর মুহাম্মাদ আবদুহুকে আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, ফলে তিনি পলায়ন করিয়া তিন মাস কাল তাঁহার অপর এক পিতৃব্যের গৃহে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। অব-শেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার খোঁজ লইয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার মাদরাসায় রাখিয়া আসিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ আবদুহুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি কোন মতেই আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে পারিবেন না। ফলে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কৃষিকার্য করিয়া জীবনযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি বিবাহও করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের ৪০ দিন পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে সেই পুরাতন মাদরাসায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ফলে সুযোগ পাইয়া আবার তিনি পলায়ন করিয়া জনৈক আত্মীয়ের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় বার পলায়ন করিয়া মুহাম্মাদ আবদুহু যখন তাঁহার আত্মীয় গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শায়খ দরবেশ নামে তাঁহার এক পিতৃব্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহার চেষ্টায় মুহাম্মাদ আবদুহুর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তিনি তাসাউফের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিদ্যা শিক্ষার প্রতিও তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তান্তায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মুহম্মদ আবদুহুর কায়রো জামে আযহারে শিক্ষালাভ

তান্তায় কয়েক মাস অবস্থানের পর মুহাম্মাদ আবদুহু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তান্তার মাদরাসা ত্যাগ করিলেন। তিনি অল্পদিন পরই উচ্চ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিক্ষার জন্য কায়রো জামে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। জামে আযহারে আসিয়া শীঘ্রই তিনি স্বীয় প্রতিভা, স্বাধীনচিত্ততা ও হৃদয়ের প্রসারতার জন্য অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিলেন। চারি বৎসরে তিনি জামে আযহারের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করেন। তিনি পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কতগুলি বিষয়ের বক্তৃতাতেও নিয়মিত যোগদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার অস্থির-চিত্ততার জন্য যে সমস্ত বিষয় তিনি বুঝিতেন না অথবা যে সকল বিষয় তিনি দরকারী বলিয়া মনে করিতেন না সেই সকল বিষয়ের বক্তৃতায় তিনি যোগদানে বিরত থাকিতেন। জামে আযহারে তিনি তাসাউফের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হন যে, বন্ধু বান্ধবদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন।

এই সময় আবার তাঁহার পিতৃব্য শায়খ দরবেশ কাদির আসিয়া তাঁহাকে এরূপ চরম পন্থা অবলম্বন করার অসারতা বুঝাইয়া দেন। শায়খ দরবেশ তাঁহাকে যুক্তি বিদ্যা, পাটিগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উৎসাহিত করেন।

সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী সকাশে মুহাম্মদ আবদুহু

সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কায়রো আগমন করেন। প্রাচ্যের এই অগ্নিপুরুষ মিসরে পদার্পণ করা মাত্র সর্বত্র চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকৃতপক্ষে সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানীই মুহাম্মাদ আবদুহুর মানসিক প্রবণতাকে তাসাউফের কর্মবিমুখতা হইতে জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের দিকে পরিচালিত করেন। প্রথম আলাপেই জামালুদ্দীন আফগানী তাঁহার মানসিক প্রবণতা অনুভব করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি মিসরের এবং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অবনতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যের সন্ধান দিলেন।

মুহাম্মাদ আবদুহু সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানীর বক্তৃতার জলসায় নিয়মিত ভাবেই যোগ দিতেন। মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁহার নিকট হইতেই সংবাদ পত্রে সাহিত্য, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেও উৎসাহ প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই প্রচেষ্টায় তাঁহার বক্তৃতা শক্তিরও উন্মেষ ঘটে। এই সময় মুহাম্মাদ আবদুহু জামালুদ্দীন আফগানীর দুইটি বক্তৃতা আরবীতে অনুবাদ করেন। উহার একটি ছিল শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে ও অন্যটি ছিল মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত উন্নতির বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা।

এই সময় মিসরে তীব্র গতিতে ইউরোপীয় ভাবধারা ও শিক্ষা দীক্ষা অনুপ্রবেশ করিতেছিল। ইউরোপে শিক্ষা প্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তি ইহাকেই মিসরের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া মনে করিতে শুরু করে। ফলে মিসরে ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের পথ সুগম হয়। জামালুদ্দীন আফাগানী ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

জামালুদ্দীন আফগানীর পরামর্শে মুহাম্মাদ আবদুহু ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সাংবাদিকতার পেশা অবলম্বন করেন। জামে আযহার হইতে তিনি আলেম ডিগ্রী লাভ করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। অতঃপর রিয়ায পাশার পরামর্শে তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলূম মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন খেদীভ ইসমাঈল পদত্যাগ করিলে তৎপুত্র তওফীক পাশা সিংহাসন লাভ করেন। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে তিনি সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানীকে মিসর হইতে নির্বাসিত ও মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহুকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে মহল্লাতে নসর এ অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রিয়াজ পাশা মিসরে ফিরিয়া মুহাম্মাদ আবদুহুকে কায়রো আহ্বান করেন এবং তাঁহাকে মিসর সরকারের মুখপত্র "আল্ ওকায়ে-ইল-মিসরিয়া"র অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

www.ahlehadeethbd.org

সাংবাদিক হিসাবে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু দেশের খেদমত করার যতটা সুযোগ পাইলেন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। আল-ওয়াকা য়উল-মিসরিয়ায় পূর্বে শুধু সরকারী কর্মতৎপরতার সংবাদ প্রকাশিত হইত। মুহাম্মাদ আবদুহু তাহাতে যোগদান করার পর দেশের মঙ্গলকর নীতি নির্ধারক বিষয় সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তিনি সরকারী অফিস আদালত বা দেশের যে কোন স্থানে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিলে তাহা কঠোর সমালোচনা সহ পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। ইহাতে সরকারও সচেতন হইত এবং তাহার প্রতিকারে সচেষ্ট হইত।

মুহাম্মাদ আবদুহু ও জামালুদ্দীন আফগানী উভয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল মিসর তথা সমগ্র মুসলিম জগতকে ইউরোপীয় ভাবধারা ও রাজনৈতিক প্রভাবের নাগপাশ হইতে মুক্ত করা। লক্ষ্য এক হইলেও কার্য প্রণালী সম্বন্ধে এই দুই গুরু শিষ্যে মতভেদ হয়। আবদুহু চাহিতেন বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে দেশের মানসিকতা পরিবর্তিত করিয়া সকল প্রভাব হইতে মুক্ত করা আর আফগানী চাহিতেন সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা বিদেশীকে বিতাড়িত করা। কিন্তু আরাবী পাশার জাতীয় আন্দোলন উভয় কর্মপন্থাকেই স্তব্ধ করিয়া দিল। আরাবী পাশার আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন আলেজান্দ্রিয়ায় ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ইহার ফলে ১১ই জুলাই ব্রিটিশ সেনা বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে গোলা বর্ষণ করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর টেল্-এল-কবীরের যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং ইহার দুইদিন পর আরবী পাশা গ্রেফতার হইলে এই আন্দোলন বন্ধ হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মুহাম্মাদ আবদুহু মিসর হইতে নির্বাসিত হয়।

নির্ব্বাসিত জীবন (১৮৮২—১৮৮৮)

মিসর হইতে নির্বাসিত হইয়া মুহাম্মাদ আবদুহু সিরিয়া এবং তথা হইতে বৈরূত যান। এখানে এক বৎসর অবস্থানের পর সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী তাঁহাকে প্যারিসে আহ্বান করেন। সুতরাং মুহাম্মাদ আবদুহু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকেই প্যারিস রওয়ানা হন। প্যারিসে মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ১০ মাস কাল অবস্থান করেন। এখানে সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী সহ "আলউরওয়াতুল উসকা" নামে একটী আঞ্জুমান ও উহার মুখপত্র হিসাবে ঐ নামে একটী পত্রিকাও প্রকাশ করেন। স্বল্পজীবী হইলেও তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল অসীম।

মুহাম্মাদ আবদুহুর বৈরূত প্রত্যাবর্তন

প্যারিসে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করিবার অল্পদিন পরই মুহাম্মাদ আবদুহু আঞ্জুমানের প্রচার কার্যের জন্য টিউনিস গমন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ইহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে বৈরূতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বৈরূতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। এখানে তিনি নিজগৃহে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বৈরূতে মাদ্‌রাসা সুলতানিয়ার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এখানে তিনি এই মাদ্‌রাসায় শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যাপারে যথেষ্ট সংস্কার করেন।

মুহাম্মদ আবদুহু স্বদেশে

বৈরূতে সাড়ে তিন বৎসরকাল অবস্থানের পর কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবের প্রচেষ্টায় খেদীভ তওফীক পাশা তাঁহাকে কায়রো প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। ফলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন।

কায়রো পৌঁছার পরই তাঁহাকে দেশীয় মামলার প্রাথমিক আদালতে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। দুই বৎসর পরই তিনি ১৩১৮ হিঃ মোতাবেক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সরকারের নিকট শরঈ আদালতগুলির সংস্কারের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মিসরের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদ—অর্থাৎ মিসরের সরকারী মুফতীর পদ লাভ করেন। মুফতী হিসাবে তিনি ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যও ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় তাঁহার সভাপতিত্বে একটি মসজিদ সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এই বৎসরই তিনি মিসরের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি জামে' আযহারের পরিচালনা, ছাত্রাবাস, ছাত্রদের আহার ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গ্রেড ও বেতন, উহার শিক্ষাদান প্রভৃতি সকল বিষয়ে আমূল সংশোধন করিয়া উহাকে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহুর সাহিত্য কর্ম

এই সমস্ত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। সিরিয়ায় থাকিতে তিনি ১। সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী কৃত ফারসী ভাষায় রচিত 'রিসালাতুর রদ্দ আলাদ্‌দাহরিয়া' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ, ২। নাহজুস বালাগার শরহ, ৩। মাকামাতু বদইয্‌ যমান আলহামাদানীর শরহ প্রকাশ করেন। ৪। বৈরূতে মাদরাসা সুলতানিয়ায় তিনি ইলমে কালামের উপর যে বক্তৃতা দিতেন তাহাই পরে সংগৃহীত হইয়া 'রিসালাতুত তওহীদ' নামে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ৫। আল-ইসলাম ওয়ান নাস্‌রানিয়াত মা'আল ইলমি ওয়াল মদনিয়াত, ৬। কাযী যয়নুদ্দীন কৃত যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ 'কিতাবু বাসাইরিন নাসিরিয়ার' শরহও রচনা করেন। এই সমস্ত ছাড়াও তিনি কুর'আন শরীফের একখানি বিরাট আকারের তফসীরও রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি তাঁহার সুযোগ্য শাগরিদ আল্লামা রশীদ রিযার সম্পাদিত "আল মনার" নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে আল্লামা রশীদ রিযাই উহার বাকী অংশ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র তফসীরখানি 'তফসীরুল মনার' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত তাঁহার দুইটি বিখ্যাত বক্তৃতা মুহাম্মাদ তাল'আত হরব কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া l' Europe et l' Islam নামে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহুর শিক্ষার ফলশ্রুতি

মিসরের এই মহান ব্যক্তিত্বের বিরোধিতারও অভাব ছিলনা। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, মিসরবাসী তাঁহার আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছিল। মাসিক "আল-মনার" পত্রিকাই ছিল তাঁহার মতবাদ প্রচারের বাহন। এই পত্রিকা খানি আল্লামা রশীদ রিযার সম্পাদনায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হয়। মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহুর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে আল্লামা রশীদ রিযার অবদান অপরিসীম। মিসরের আধুনিক সংস্কারবাদী দল আল্লামা রশীদ রিযার প্রচারেরই ফল।

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট একটি গ্রামে তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে ইন্তিকাল করেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ বিশেষ ট্রেণ যোগে কায়রো আনিয়া জুমআর নমাযের পর দাফন করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

কুরআন ও হাদীসের আলোকে
হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানগণের আকীদা

আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

(পূর্বানুবৃত্তি)

হযরত জা'ফর (রাঃ)—হযরত ঈসা (আঃ) এবং তদীয় মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে উপরোক্ত উত্তর দানের পর সূরা মরয়ম পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তদ্‌শ্রবণে নাজাশী মুসলিম মুহাজিরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :

صدقتم وصدق نبيكم صلى الله عليه وسلم والله انتم صديقون ٥

"আপনারা যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছেন এবং আপনাদের নবী (দঃ) সত্য বলিয়াছেন। আল্লার কসম! আপনারা যথার্থ সত্যবাদী লোক।"

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

পূর্বোল্লেখিত হযরত ইবনে মসউদের হাদীস সম্পর্কে হাফিয ইবনে কসীর তদীয় আল্‌বেদায়া ওয়ান্‌নেহায়া (৩) ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

وهذا اسناد جيد قوى

"ইহার সনদ উত্তম বলিষ্ঠ।"

উম্মে সলমার হাদীস

হযরত উম্মে সলমার রেওয়ায়তের সনদ যাহা-দালায়েলুন্ নবুওত ১৯৯—২০০ পৃষ্ঠা এবং বেদায়া ওয়ান নেহায়া (৩) ৭২ পৃষ্ঠায় সংকলিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :

واما رواية ام سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثنى الزهرى عن ابى بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها ٥

"উম্মে সলমার (রাঃ) রেওয়ায়েতের সনদ এইরূপ : ইউনুস ইবনে বুকায়র মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক হইতে রেওয়ায়ত করেন, তিনি (মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক) বলেন, যুহরী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম হইতে আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উম্মে সলমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।"

এই সনদের প্রথম রাবী ইউনুস ইবনে বুকায়র (মুহাম্মদ) ইবনে ইসহাক হইতে হাদীস শুনিয়াছেন—একথা ইমাম বুখারী তদীয় তারীখুল কবীর (৪) দ্বিতীয় ভাগ ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় রাবী মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক সম্বন্ধে ইমাম বুখারী (তারীখে কবীর (১) প্রথম ভাগ ৪০ পৃষ্ঠা) যুহরী হইতে তাহার হাদীস শ্রবণ এবং হাদীস স্মরণ রাখার মেধা সম্পর্কে বিশ্বস্ত উক্তি উধৃত করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার حدثنى দ্বারা বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত। তৃতীয় রাবী যুহরীর আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান হইতে এই হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত হইয়াছে (বুখারীর তারীখে সগীর, ২য় পৃষ্ঠা)। চতুর্থ রাবী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানের হাদীস বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কাহারও কোন সংশয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই হাদীসের সনদ সহীহ্—ইহাতে কোন দোষ নাই।

উপরোক্ত দুইটি রেওয়ায়ত ছাড়া নাজাশীর দরবারের উল্লিখিত ঘটনার আরও তিনটি রেওয়ায়ত নিম্নে এক এক করিয়া উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩। হযরত জা'ফরের হাদীস

ইবনে আসাকীর মুজাহিদ বিন সাঈদ হামদানী হইতে, তিনি ইমাম শা'বী হইতে, তিনি জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহ হইতে, তিনি জাফর হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নাজ্জাশী সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন

ما يقول صاحبكم فى عيسى بن مريم قالوا : يقول هو روح الله وكلمته القها الى عذراء بتول...الحديث .

অর্থঃ তোমাদের নবী (দঃ) ঈসা ইবনে মরয়ম সম্বন্ধে কি বলেন? আমরা বলিলাম, তিনি [রসূলুল্লাহ (দঃ)] বলেন, তিনি আল্লার রূহ এবং তাঁহার কলেমা যাহা চিরকুমারী পুরুষের সংস্পর্শ শূন্যা নারীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন......শেষ পর্যন্ত।

৪। হযরত আমর বিনুল আসের হাদীসঃ

দালায়িলুন নবওতের গ্রন্থকার আবূ নুয়াইম ওরওয়া বিন যুবাইর হইতে, তিনি আমর বিনুল 'আস হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমর বিনুল 'আস নাজ্জাশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

بعثنا اليك قومنا لننذرك فساد ملكك

আমাদের কওম (কুরাইশ গোত্র) আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আপনার রাজ্যের ফাসাদ সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করার জন্য।

এরপর তিনি বলিলেন,

وهولاء نفر من اصحاب الرجل الذى خرج فينا ولخبرك بما لعرف من خلافهم الحق الهم لايشهدون ان عيسى بن مريم الها ٥

"ইহারা (মুসলমানগণ) হইতেছে আমাদের মধ্যে যে একটি লোক বাহির হইয়াছে তাহারই সঙ্গী-সাথীদের একটি দল। ঈসা ইবনে মরয়ম একজন উপাস্য খোদা—ইহা স্বীকার না করিয়া ইহারা যে সত্যের বিরোধিতা করিয়াছে তৎসম্পর্কে আমরা আপনাকে অবহিত করিব।"

ইহার পর নাজাশী মুসলমানদিগকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,

اخبروني ما تقولون فى عيسى بن مريم فقال جعفر ابن ابى طالب وكان خطيب القوم .

"তোমরা ঈসা ইবনে মরয়ম সম্বন্ধে কি বলিয়া থাক? তখন মুসলমানদের মুখপাত্র জা'ফর ইবনে আবু তালিব বলিলেন"

واما فى شان عيسى بن مريم فان الله عز و جل انزل فى كتابه على نبينا انه رسول قد خلت من قبله الرسل ولدته الصديقة العذراء البتول الحصان الحديث بلفظ رواية بن مسعود .

"ঈসা ইবনে মরয়মের শানে আমাদের বক্তব্য এই যে, বস্তুতঃ মহান ও গরীয়ান আল্লাহ আমাদের নবীর (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ কেতাবে বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা আল্লার রসূল, তাঁহার পূর্বে (তাহারই মত) বহু নবী গত হইয়া গিয়াছেন, তাহাকে জন্ম দিয়াছেন সত্য সাধিকা চিরকুমারী, পুরুষের সংস্পর্শ শূন্যা নিষ্কলঙ্কা [এক নারী যাহার নাম মরয়ম], হাদীস শেষ পর্যন্ত ইবনে মসউদের রেওয়ায়তের অনুরূপ"।

তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস সম্পর্কে হাফিয ইবনে কসীর 'বেদায়া ওয়ান নেহায়া' [৩] ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

واما قصة جعفر مع النجاشى فان الحافظ بن عساكر رواها فى ترجمة جعفر ابن ابى طالب من تاريخه من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص وعلى يديهما جرى الحديث ٥

"নাজাশীর সহিত হযরত জা'ফরের ঘটনা হাফেয ইবনে আসাকীর হযরত জা'ফর বিন আবী তালেবের জীবনী বর্ণনায় স্বীয় সনদে এবং আমর ইবনে আস হইতেও রেওয়ায়ত করিয়াছেন। হাদীসটি উভয়ের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে কসীর হযরত জা'ফরের রেওয়ায়েত সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন :

فانها عزيزة جدا

"উক্ত রেওয়ায়ত অত্যন্ত শানদার।"

পঞ্চম হাদীস

ইমাম বয়হকী 'কিতাবুদ দলায়লে' যায়িদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবু বুরদা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে, তিনি হযরত আবু মূসা আশআরী হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব এবং নাজাশীর মধ্যে যে কথোপোকথন হইয়াছিল আবু মূসা সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেই ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। হাফিয আবু নোয়াইম কর্তৃক স্বীয় দালায়িলুন্ নবুওতে [২০৬ পৃঃ] বর্ণিত হইয়াছে, আবু মূসা আশআরী বলিতেছেন.

فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم احد الا خطيبكم اليوم ০

"জা'ফর [রাঃ] আমাদিগকে বলিলেন আজিকার দিনে তোমাদের মধ্যে কেহই কথা বলিতে পারিবেনা, আমি আজ তোমাদের সকলের মুখপাত্র"।

নাজাশী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ما يقول صاحبكم فى ابن مريم ؟ قال يقول فيه قول الله : هو روح الله وكلمته اخرجه من العذراء البتول التى لم يقربها بشر و لم يفرضها ولد ০

"ইবনে মরয়ম (ঈসা) সম্বন্ধে তোমাদের নবী কি বলেন? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঠিক সেই কথাই বলেন যাহা আল্লার কথা আর উহা এই : হযরত ঈসা আল্লার রূহ এবং তাহার কলেমা—তাহাকে তিনি এমন চিরকুমারী ও পুরুষের সংস্পর্শশূন্য নারী হইতে বহির্গত করিয়াছেন—যে নারীর নিকটবর্তী হয় নাই কোন পুরুষ এবং বাচ্চা তাঁহার কুমারিত্ব ঘুচায় নাই"।

এই রেওয়ায়ত আলবেদায়া (৩) ৭০ পৃঃ, সিরাতুল হালাবীয়া (১) ৪৫২ পৃঃ এবং যুরকানী (১) ২৮৭ পৃষ্ঠাতেও মওজুদ রহিয়াছে।

হযরত আবু মূসা আশ্‌আরীর সহিত ৫২ জন এবং হযরত জা'ফরের সহিত ৮৩ জন—সর্বমোট এই ১৩৫ জন মুহাজির সাহাবী নাজাশীর দরবারে হযরত ঈসার (আঃ) বিনা বাপে অবিবাহিতা সতী সাধ্বি ও চিরকুমারী হযরত মরয়মের উদর হইতে জন্মলাভ করার কথা স্বীকার করিলেন এবং তদ্‌শ্রবণে বাদশা নাজাশী বিনা প্রতিবাদে তাহা শুধু মানিয়াই লইলেন না—উহার সত্যতার সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া মুক্তকণ্ঠে উহা ঘোষণাও করিলেন। সাহাবীদের মধ্যে কোন এক জনের মুখ হইতেও এই আকীদার বিপরীত কোন কথা কস্মিনকালেও উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহার উপর সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হইয়াছে।

পঞ্চম হাদীসটি যাহা আবু মূসা আশআরী [রাঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তাহা 'দালায়েলুন নবুওত' গ্রন্থ ছাড়াও বয়হকীর কিতাবুদ দালায়েলের বরাতে ইবনে কসীরের তারীখ [৩] ৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম বয়হাকী এই হাদীসের সনদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

وهذا اسناد صحيح

"এই হাদীসের সনদ সহীহ্।"

ষষ্ঠ হাদীস :

তিরমিযী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ শরাহ তুহফাতুল আহওয়াযীর গ্রন্থকার মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী স্বীয় গ্রন্থের মুকদ্দমায় মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার বরাতে আলী বিন বরাহ তাবেয়ী হইতে সনদ সহকারে নিম্নোক্ত হাদীস উধৃত করিয়াছেন :

ان رجلا اكتنى بابى عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا اب له

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"এক ব্যক্তি তাহার কুনিয়াত রাখিয়াছিল আবু ঈসা বলিয়া। এতদশ্রবণে রসুলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন ঃ [জানিয়া রাখ—] হযরত ঈসার কোন পিতা ছিল না।

এই হাদীসটি মুরসাল বটে কিন্তু উহার সনদ সহীহ। রেজাল শাস্ত্রের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল জাম্‌এ বায়না রেজালিস সহীহায়ন' যাহাতে শুধু বুখারী এবং মুসলিমের মত বিশ্বস্ততম হাদীস গ্রন্থ-দ্বয়ের রাবীগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—তাহাতে (৩৫৮ ও ৪৮৬ পৃঃ) উপরোক্ত ৬ষ্ঠ হাদীসের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

হযরত আল্লামা মুবারকপুরী এই হাদীসের আলোচনায় লিখিয়াছেন,

"ইহাতে পরিষ্কার ভাবে বাস্তব ঘটনার এই বিবরণ পাওয়া যাইতেছে যে,হযরত ঈসার [আঃ] পিতা নাই।"

—মোকাদ্দমা তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ১৭০ পৃষ্ঠা।

সপ্তম হাদীস ঃ

সুননে আবূ দাউদের আদব অধ্যায়ে সহীহ সনদের সহিত নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان عمر ابن الخطاب ضرب ابنا له تكنى ابا عيسى .

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব তাঁহার এক পুত্রকে আবূ ঈসা কুনীয়ত রাখার দরুন প্রহার করিয়াছিলেন।

আবূ দাউদের জগদ্বিখ্যাত শরাহ আওনুল মা'বূদ (৪) ৪৪৬ পৃষ্ঠায় ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে ঃ

لما فيه من ايهام ابى عيسى عليه السلام

"হযরত ওমর তদীয় পুত্রকে এই জন্যই প্রহার করিয়াছিলেন যে, উক্ত কুনীয়তের দ্বারা ঈসার (আঃ) পিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। আবূ দাউদে কিতাবুল আদবে এই হাদীস সংকলন করার তাৎপর্য এই যে, যেহেতু হযরত ঈসার (আঃ) পিতা ছিল না সেই হেতু আবূ ঈসা বা ঈসার পিতা—এই নাম অথবা উক্ত কুনীয়ত কোন মুসলমানের জন্য রাখা ইসলামী আদবের খেলাফ।

তুহফাতুল আহওয়াযীর মুকদ্দমার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদে (১৭০ পৃষ্ঠা) সহীহ সনদে মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হইতে এ সম্পর্কিত যে হাদীসটি উল্লেখিত হইয়াছে তাহাতেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ

ان عمر بن الخطاب ضرب ابنا له اكتنى بابى عيسى فقال ليس له اب

ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁহার এক পুত্রকে—আবূ ঈসা কুনিয়াত রাখার জন্য প্রহার করেন এবং বলেন, "তাঁহার (হযরত ঈসার) পিতা ছিলনা।"

আল্লামা মুবারকপুরী এই হাদীসের আলোচনার পর বলেন,

و اما عمر بن الخطاب رض فهم الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا اب له ولذا ضرب ابنه

হযরত ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) আবূ ঈসা কুনিয়াতকে অন্যায় মনে করিতেন, কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, ঈসার পিতা নাই। তাহার পুত্র এতদসত্তেও আবূ ঈসা বা ঈসার পিতা কুনিয়াত রাখার জন্য তিনি তদীয় পুত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন।

হযরত ওমরের মত ইসলামী শরীঅতের অকুণ্ঠ অনুরাগী এবং শক্তিধর কোন মুসলিম শাসক যদি এই যুগে থাকিতেন তাহা হইলে আজ হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ইসলাম বিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করিতে কেহ আদৌ সাহস পাইত না।

আমরা উপরের আলোচনায় সাহাবীদের হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে যে আকীদার পরিচয় লাভ করিলাম সাহাবীদের পরবর্তী তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে ফোকাহা, মুহাদ্দেসীন, মুফাস্‌সেরীন, মুজতাহেদীন, মুওয়াররেখীন, ওলামায়ে হক্কানী প্রভৃতির মধ্যে কেহই দীর্ঘ ১১ শত বৎসরের মধ্যে কোন রূপ মতভেদ করেন নাই—সকলেই

www.ahlehadeethbd.org

উপর বর্ণিত সাহাবীদের আকীদার উপর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এসম্পর্কে তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত সমূহ উধৃত করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হইবে।

হিজরীর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতিপরস্ত কতিপয় তথাকথিত মুসলমান হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন তুলিয়া সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে মাতিয়া উঠেন। এ সম্পর্কে আমরা নিজেদের কোন বক্তব্য পেশ না করিয়া পাক ভারতের উজ্জল-নক্ষত্র সর্বজন-বিদিত আলেম মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির আল্লামা নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

তিনি সহীহ মুসলিমের উর্দূ শরাহ আল-মু'লিম গ্রন্থের (১) ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:

"আমাদের যুগের কোন কোন লোক সন্দিগ্ধ মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বসে যে, হযরত ঈসা [আঃ] কিরূপে বিনা বাপে পয়দা হইলেন—যখন প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বিজ্ঞানের মৌলনীতি অনুসারে এই কথা অসম্ভব বিবেচিত হয়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—"তোমরা বিশ্ব জগতকে শাশ্বত জান না ধ্বংসশীল বলিয়া স্বীকার কর? যদি উহাকে ধ্বংসশীল বলিয়া স্বীকার কর তবে সৃষ্টির সুচনায় মানব জাতির উদ্ভব এমন এক আদি মানব হইতে ঘটিয়াছে যাহার না ছিল কোন পিতা, না ছিল কোন মাতা। আল্লাহ যদি বিনা বাপ ও বিনা মাএ কোন ব্যক্তিকে পয়দা করিতে পারেন, তাহা হইলে বিনা বাপে কাহাকেও সৃষ্টি করা তাঁহার নিকট কোনই কাজ নয়। আর যদি বিশ্বজগতকে অবিনশ্বর বলিয়া জান তাহা হইলে উহার অবিনশ্বরত্বের এই অর্থ নয় যে, উহা নির্দিষ্ট অবস্থাতেই চিরন্তন ভাবে স্থিতিশীল। কেননা অবস্থা এবং স্তরের মধ্যে সর্বদা পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্তনের নিয়মে বিশ্ব জগত ছিন্ন ভিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। উহার সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অংশগুলি পুনর্বার মিলিত হইয়া আবার এক নূতন মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হইতে পারে"।

আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান অতঃপর প্রাচীন গ্রীস এবং তাঁহার সমসাময়িক ইউরোপের দার্শনিক বৃন্দের যুক্তি তর্কের অবতারণা এবং উহার বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন,

اور تعجب ہے کہ حضرت عیسی کو بن باپ کے نہ ماننے والے لوگ عقل اور فلسفہ کا دم بھرتے ہیں اور حکیموں فلسفیوں کے لغویات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور قرآن وحدیث کی سچی قوین قیاس باتوں میں شبہ کرتے ہیں خود حکیموں اور فلسفیوں کو انسان کی ابتدائی آفرینش میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو لغو اور باطل سمجھتا ہے .

"আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হযরত ঈসার (আঃ) বিনা বাপে জন্ম অস্বীকারকারী এই সব লোক কথায় কথায় নিজেদের প্রজ্ঞা এবং দার্শনিকতার বাহাদুরী দেখাইতে চায়, তাহারা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের বেহুদা কথাগুলি নত মস্তকে মানিয়া লয় কিন্তু কুরআন ও হাদীসের যুক্তি নির্ভর সত্য কথা গুলির প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু একথা সুবিদিত যে, স্বয়ং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ সৃষ্টির আদি তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজেরাই এত অধিক মত পার্থক্য পোষণ করেন যে, একে অপরকে নির্বোধ এবং প্রত্যাখ্যানের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন"।

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস উসতাযুল আসাতিযা এবং নব যুগের আহলে হাদীস-কুল-শিরোমণি হযরত আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইনকে [রহঃ] এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি উহার উত্তরে ফতোয়ার আকারে যাহা বলিয়াছিলেন (এবং যাহা ফাতাওয়ায় নযিরীয়ার ১ম খণ্ডের ঈমান ও এ'তেকাদ অধ্যায়ে ৫ম পৃষ্ঠায় আজও দেখিতে পাওয়া যাইবে)

www.ahlehadeethbd.org

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা উধৃত করা সমীচীন বিবেচনা করিতেছি।

سوال : کیا فرماتے ہین علماء دین اس مسئلہ مین کہ زید کہتا ہے کہ حضرت عیسی یوسف نجار کے بیٹے تھے'

جواب :—اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ "قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا' قال کذالک قال ربک ھو علی ھین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا' یہ ایت اور مثل اسکے اور آیتین صاف صاف ناطق ہین' کہ عیسی بن باپ کے پیدا ہوئے' اور یہ نہ لائق کہتا ہے کہ عیسی یوسف نجار کے بیٹے تھے ایسے شخص بالکل ملحد اور ضال ومضل ہے اہل اسلام کو لازم ہے کہ ایسے شخص سے نہایت ہی احتراز کریں۔

(سید نذیر حسین)

প্রশ্নঃ যায়িদ বলে যে, হযরত ঈসা [আঃ] ইউসুফ নাজ্জারের পুত্র ছিলেন, এ সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীনের বক্তব্য কি?

জওয়াবঃ

আল্লাহতা'লা ফরমাইয়াছেন,

"হযরত মরয়ম বলিলেন, কোথা হইতে আমার সন্তান হইবে যখন এ পর্যন্ত কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শও করে নাই, অধিকন্তু আমি ব্যভিচারিণীও নই। জিব্রীল বলিলেন, এইরূপই হইবে, আপনার প্রভু বলেন, "ইহা (বিনা বাপে সন্তান পয়দা করণ) আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং আমি উহা মানব জাতির জন্য আমার কুদরতের নিদর্শনরূপে সংস্থাপিত করিব আর উহা হইবে আমার তরফ হইতে রহমত স্বরূপ আর ইহা হইয়া রহিয়াছে পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়।"

এই আয়ত এবং অনুরূপ আরও কতিপয় আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়া দিতেছে যে, ঈসা (আঃ) বিনা বাপে সৃষ্ট হইয়াছেন। অথচ এই নালায়েক বলিতেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ইউসুফ নাজ্জারের পুত্র ছিলেন। এই ধরণের লোক যথার্থ অর্থে মুলহিদ এবং নিজেও ভ্রষ্ট আর অপরকে ভ্রষ্টতার পথে আহ্বানকারী। প্রত্যেক মুসলমানের এইরূপ ব্যক্তির সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য"।—সৈয়দ নযীর হুসাইন

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইনের বিশিষ্ট সাগরিদ আবূ দাউদের বিখ্যাত শরাহ আওনুল মাবূদের গ্রন্থকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থে (৪) ১৯২—৯৩ পৃষ্ঠায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এখানে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন,

وقد سألنی بعض الملاحدۃ ھل جاء التصریح فی الحدیث بأن عیسی بن مریم علیہ السلام تولد من غیر اب ؟ قلت : نعم' اخرج عبد بن حمید فی مسندہ الا عبید اللہ بن موسی قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی بردۃ بن ابی موسی' عن ابیہ .

কতিপয় মুলহিদ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঈসা (আঃ) বিনা বাপে সৃষ্ট হইয়াছেন হাদীসে এইরূপ সুস্পষ্ট অর্থবোধক কথা আছে কি? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই আছে: আব্দ ইবনে হুমাইদ তদীয় মসনদে—রেওয়ায়ত করিয়াছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আমাকে বলিয়াছেন, তিনি ইস্রাইল হইতে, তিনি আবী ইসহাক, তিনি আবূ বুরদা হইতে, তিনি তদীয় পিতা আবী মূসা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মূসার হাদীস হুবহু তাহাই যাহা ৫ম হাদীসরূপে উপরে উধৃত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী বলেন,

ھذا اسناد صحیح

এই সনদ সহীহ—বিশুদ্ধ।

হযরত ঈসার জন্ম সম্পর্কে আমাদের আলোচনা আপাততঃ এখানেই ক্ষান্ত করিলাম। ইন্‌শা আল্লাহ্ আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহার স্বশরীরে আসমানে উঠাইয়া লওয়া সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

واللہ ھو الھادی وھو المستعان

—ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম

॥ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জামাতে ইসলামী বনাম আহলে হাদীস আন্দোলন

ইহা পাবনা হইতে প্রকাশিত মাত্র ১৩ পৃষ্ঠার একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই আগষ্ট তারীখে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। মূল্য রাখা হয় মাত্র দুই আনা। এক হাজার কপি ছাপান হয়। উহা বহু পূর্বে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে আহলে হাদীস আন্দোলনের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য এবং জামা'তে ইসলামীর সহিত উহার মূলগত পার্থক্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে যে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে উহা জামা'তে ইসলামীর প্রতি একটি চ্যালেঞ্জরূপেই আখ্যায়িত হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জের কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অবশ্য মওলানা মরহুম গায়ে পড়িয়া উক্ত জামা'তের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই—এই জামাআতের ইমাম আযম হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও সাধারণ মুসলিম, ওলামা সমাজ, বিশেষতঃ আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে যে মনোভাব প্রদর্শন করিতেছিলেন তাহারই জওয়াবে তিনি তর্জুমানুল হাদীসের ৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কিছু লিখিতে বাধ্য হন। পরে উহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকায় জামাতে ইসলামীর স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, আহলে হাদীস আন্দোলনের ভাবাদর্শের আংশিক অনুকরণ করিয়া এই জামা'তে কুরআন ও হাদীসের সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা আহলে হাদীস আন্দোলনের রুচি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি স্বতন্ত্র ফির্কাবন্দীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। দলীয় অহমিকতা, ফির্কাবন্দীর দাম্ভিকতা এবং অন্ধ গতানুগতিকতা পূর্ণভাবেই এই ফির্কাটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। মওলানা সাহেব বলেন, "মুসলমান যত মতে এবং পথেই বিভক্ত হইয়া থাকুন না কেন, একমাত্র ইসলামই তাঁহাদের সর্বসম্মত সম্পদ এবং মিলন কেন্দ্র। ইসলামের মহাসাগর তীর্থেই সকল ভেদও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া মুসলমানগণ একাত্ম হইয়াছেন আর এই জন্যই কোন দলই ইসলামের একচেটিয়া অধিকারী বলিয়া দাবী করার স্পর্ধা কোন কালেই প্রকাশ করেন নাই কিন্তু এই তথা কথিত ইসলামী জামাআতের স্পর্ধা এই যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের এই ফির্কা গজাইয়া উঠিয়াছে কেবল সেইটিই হইতেছে ইসলামী জামাআত।

"তাহাদের আমীরে 'আলার 'তজদীদে দ্বীন'' শীর্ষক নিবন্ধে পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাদানের আন্দোলন কোন ইমাম, মুজতাহীদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, ওলী, সাধক, রাষ্ট্রপতি ও মুজাহিদ—কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইসলামের তের শত বৎসরের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উপযোগী যোগ্যতা ও ত্যাগের মহিমা একমাত্র তথা কথিত ইসলামী জামাআতের নেতারাই আয়ত্ব করিয়াছেন।"

মওলানা মওদুদী কুরআনের পরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারীকে প্রমাদবিহীন পুস্তক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মনে করেন না। মওলানা মরহুম এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বর্তমান সময়ে যখন কোর-আন ও সুন্নতের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাদীস-বৈরীগণ নানারূপ সন্দেহ ও দ্বিধার জাল বুনিতে চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তে মওলানা মওদুদী ছাহেবের ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে হেতুবাদের কারণ কি?" মওদুদী সাহেব অবস্থা বিশেষে নামাযের মধ্যে রাফ্‌য়ুল ইয়াদায়ন করা বা না করা এবং আমীন যোরে বলা বা আস্তে বলাকে সর্বাপেক্ষা জঘন্য বিদআত বলিয়াছেন। মাওলানা মরহুম বলেন, "তাঁহার এই উক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত "আহলে হাদীস বিদ্বেষ" কেই প্রকটিত করেন নাই কি?" অনুরূপভাবে বার তকবীরে ঈদের নামায পড়ার বিরুদ্ধে জামাতী মুখপত্রের কঠোর সমালোচনা দ্বারা "তাহাদের আহলে-হাদীস বিদ্বেষ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই কি?"

পুস্তকার উপসংহারে মরহুম মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী তাঁহার বিশ্লেষণী চক্ষু এবং দূরপ্রসারী দৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন পূর্বক এই জামা'ত সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন আজ দশ বৎসর পর ইহাদের পরবর্তী নীতি ও কার্যকলাপের আলোকে পরখ করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, তিনি ঠিক বলিয়াছিলেন কি বেঠিক বলিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

"জামাআত অন্য কোন দলের কোন আচরণ বা সেবাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও এবং এই দলের নিকট হইতে কোনরূপ শিষ্টাচারের প্রত্যাশী না থাকিলেও আমরা স্বয়ং উক্ত দলের নেতা এবং তাহাদের উত্তম কার্যগুলির সর্বদা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কখনও কার্পণ্য করিনাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দলটি ফির্কাবন্দীর অভিশাপে যে ভাবে আক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, নীতিনৈতিকতার ... ...মুখে ছিপি আঁটিয়া এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে যেরূপ মামলা মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, সক্রিয় রাজনীতির সমুদয় কলুষকে গায়ে মাখিয়া তাঁহারা যে ভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র গোঠ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না। সম্প্রতি এই দলটি তাহাদের বহু বিশ্রুত নীতিনৈতিকতার মাথা খাইয়া বিগত বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে তাঁহাদের বিতরিত সাহায্যের বিনিময়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।"

"আমরা পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করিতে চাই যে, মূলনীতির দিক দিয়া এই জামাআতের ভিতর কোন অভিনবত্ব নাই। রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক টেকনিকের দিক দিয়া ইহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুধু সংহতি বিরোধীই নয় বরং উহা মুসলমানদিগকে এক অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাগত শত বর্ষকাল আন্দোলন চালাইয়াও জামাআতে ইসলামীর পক্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কার রাজনীতি, ধর্ম-সেবা ও তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে আহলে-হাদীসগণের সমকক্ষতা লাভ করা সুদূর পরাহত। তাহাদের দল পরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অহমিকতা ও হাদীস-বিদ্বেষ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ মুসলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে।"

আহ্‌লে কিবলার পিছনে নামায

৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ পাবনা হইতে প্রকাশিত (১১০০ কপি)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯, মূল্য রাখা হয় মাত্র তিন আনা। মরহুমের মৃত্যুর পর ঢাকা হইতে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ লাভ করে। এইবার পুস্তিকায় উধৃত আরবী ইবারত সমূহে হরতফ সংযোজিত করা হয় এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৪, মূল্য রাখা হয় চারি আনা বা ২৫ পয়সা।

ইহা একটী অতীব গুরুত্বপূর্ণ মসয়ালায় কুরআন, হাদীস ও আয়িম্মায়ে দীনের অভিমত অনুসারে প্রদত্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফতোয়া। এই দেশে মুসলমানগণের প্রধানতঃ দুইটি দল রহিয়াছে—হানাফী ও আহলে-হাদীস। ইহাদের মধ্যে ব্যবহারিক মসআলায় খুঁটি-নাটি মতভেদ রহিয়াছে। এই মতভেদের কারণে একের পিছনে অপরের নামায জায়িয হইবে কিনা ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি উঠিয়াছে এই জন্য যে, কতিপয় লোক ইহাদের পরস্পরের পিছনে নামায শুদ্ধ নয় বলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছে।

মওলানা মরহুম ভ্রাতৃবিরোধের অবসান কল্পে আজ হইতে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ১৩৫০ হিজরীতে এই ফতোয়াটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেন। উহাই অতঃপর তর্জুমানে এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় নামাযের জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে,

"নামাযের জামাআতের ভিতর দিয়া মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের শক্তি ও সংহতির রূপায়ন ঘটিয়াছে। নামায একাধারে যেমন অধ্যাত্মিক শক্তির চেতনা ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের সহায়ক হয়, তেমনই নামাযের জামাআত মুসলমানগণের জাতীয় জীবনকে গৌরবান্বিত, সংহত ও বিক্রমশীল করিয়া তোলে।"

উপসংহারে বলা হইয়াছে, "ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানগণের বিভিন্ন দল হানাফী ও শাফেয়ী নামে অভিহিত হউক, অথবা আহলে-হাদীস ও আহলে ফিক্‌হ নামে কথিত হউক, তাহাদের ব্যবহারিক মসআলা গুলি পরস্পরের কাছে স্বীকৃত না হইলেও তাহাদের সকলের নামায উভয় দলের ইমামের পিছনে দ্বিধাহীন চিত্তে আদা করা কর্তব্য"। যে সব দলীল প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া মওলানা মরহুম এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তাহা উধৃত করিতে পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন বিশিষ্ট আলেম অধ্যাপক সহ উভয় জামা'তের বহু আলিমের স্বাক্ষরিত অনুমোদন সংযোজিত হইয়াছে।

নবুওতে মোহাম্মদী

পাবনা হইতে ১৯৫৬ সালে—২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট কাগজে ৩২৫ পৃষ্ঠার এই বৃহদাকার পুস্তকটির দাম রাখা হয় মাত্র আড়াই টাকা। ১১০০ কপি ছাপা হয়—কিছু দিন পূর্বে এই পুস্তকখানি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে চাহিদা আছে এবং পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লার (দঃ) পবিত্র জীবন কাহিনী সম্পর্কে আরবী এবং অন্যান্য ভাষায় অসংখ গ্রন্থরাজি বিরচিত হইলেও—"যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার দরুণ তাঁহাকে সৃষ্টির সেরা, মানবত্বের পূর্ণ প্রতীক এবং সমুদয় রসুল ও নবীর অধিনায়ক রূপে মনোনীত করা হইয়াছিল শুধু সেই সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে আরাবী ভাষায় অল্পসংখ্যক গ্রন্থ বিরচিত হইলেও আমাদের মাতৃভাষায় অদ্যাবধি এইরূপ একখানি পুস্তকও সঙ্কলিত হয় নাই।"

এই অভাব বিমোচন, কতিপয় বিষয়ে নানারূপ বিভ্রান্তির অপনোদন এবং মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) পবিত্র নামের গৌরবকে সমুন্নত করার বাসনায় গ্রন্থকার এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলন করেন।

ইহার বহুলাংশ তর্জুমানুল হাদীসের দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত—মাঝে মাঝে বিরতি সহ প্রায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকায় বলেন,

"পুস্তকাকারে প্রকাশ করার প্রাক্কালে উহার সহিত আরো অনেক কিছু সংযোজিত হইয়াছে। রসূলুল্লার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা এবং তাঁহার দ্বারা নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি—এই দুইটি বিষয় মুখ্যভাবে আলোচিত হইলেও আনুষঙ্গিকরূপে আরো বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রমাণিত করার জন্য কুরআন ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুক্তিবাদেরও আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। হাদীস ও তফছীর সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রমাণের যে বিশাল মনি-মুক্তার স্তূপ আহরণ করা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। এই পুস্তকের সাহায্যে একটি হৃদয়ও যদি রসূলুল্লাহর (দঃ) ভক্তি এবং প্রেম রসে আপ্লুত হয় এবং একটি বিভ্রান্ত অন্তরও যদি ঈমান ও শ্রদ্ধার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই এই দীন লেখকের সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

'নবুওতে মোহাম্মদী' সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ প্রসঙ্গে কবি ও সাহিত্যিক (প্রাক্তন) মাহে নও-সম্পাদক গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"নবুওতে মোহাম্মদীতে তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞানের ব্যাপকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"—মাহে নও, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৭।

বস্তুতঃ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে মওলানা মরহুম কুরআন, হাদীস এবং শরীঅতের অন্যান্য শাখায় তাঁহার ব্যাপক এবং গভীর জ্ঞানের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এই পুস্তক পাঠ না করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

এই গ্রন্থে রসূলুল্লার (দঃ) নবুওতের যে দুইটি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করা হইয়াছে উহার প্রথমটি হইতেছে রসূলুল্লার (দঃ) নবুওতের সার্বভৌমত্ব।

কলেমায় তৈয়েবার শেষার্ধ "মোহাম্মদুর রসূলুল্লার" তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেন,

"এই স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তাঁহার নবুওত ও রিছালৎ কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ভূভাগের প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ তাঁহার বিশ্বজনীন নবুওতের সম্রাজ্য সীমার অন্তরভুক্ত। যে ব্যক্তি দুনয়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও নবী সম্রাট মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) রিছালতের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া ধারণা করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ-গোত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরিহার্যতাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার রসূল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে বিশ্বাস করে নাই। রছুলুল্লার (দঃ) প্রতি তাঁহার ঈমান কায়েম হয় নাই। ইহা ভাববিলাসের অভিব্যক্তি নহে, ঈমানিয়াতের বুনিয়াদী বিধান।"

মওলানা মরহুম এই বুনিয়াদী বিধানের দাবীর সমর্থনে কুরআন মজীদ হইতে ১২টি আয়াত এক এক করিয়া উধৃত করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন তফসীরকারের ভাষ্য ও মন্তব্য সঙ্কলন করিয়াছেন। কুরআনের পর এক এক করিয়া ৪০টি হাদীস এবং তৎসহ হাদীসের প্রমাণিকতার উল্লেখ করা হইয়াছে।

নবুওতে মোহাম্মদীর সর্বজনীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধবাদীগণ রসূলুল্লার নবুওতকে সীমাবদ্ধ করার জন্য যে সব প্রামাণ (?) উপস্থাপিত করিয়া থাকেন তাহার উল্লেখ করিয়া সেই সবের অসারতা কুরআন মজীদের বহু আয়াত, ৩১টি হাদীস এবং অন্যান্য অকাট্য দলীল দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :

"ফলকথা, আমরা কোরআন ও ছুন্নাহর বলিষ্ঠ প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর রছুল ছৈয়েদুল মুর্ছালিন মোহাম্মদ মুছতফা আলায়হিছ ছালাতো ওযাত্তছলীমকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুছলিম পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং যাহারা তাঁহার নবুওত ও রিছালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফির ও বিধর্মী।" এই আলোচনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :

"তাঁহার রিছালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভূমণ্ডলের কোন অধিবাসী, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও সমাজ "মিল্লতে মুছলিমা" অর্থাৎ মুছলিম জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না—সে যত বড় বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বকবি, সাহিত্যরথী, মহাদার্শনিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কূটনীতি-বিশারদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ হউক না কেন! মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে যে ব্যক্তি স্বীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুলরূপে বরণ করিয়া লয় নাই, সে কাফির ও বিধর্মী—ইসলামের সহিত কোনদিক দিয়াই তাহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই।"

রসূলুল্লার (দঃ) খত্‌মে নবুওত বা নবুওতের চরমত্বলাভ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইয়াছে এই গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় এবং শেষ হইয়াছে ৩২৫ পৃষ্ঠায় —অর্থাৎ এজন্য ২১৯ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনার সূচনায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,

"মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় জীবদ্দশায় তাঁহার সহকর্মীরূপে এবং তাহার বিয়োগের পর তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে বা স্বাধীন ভাবে কোন নূতন নবী বা ঐশীবাণীর ধারকের আবির্ভাবকে যাহারা সম্ভাব্য অথবা সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের প্রতি বিশ্বাসী নহে। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতকে যাহারা মানবের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে তাহারা যেরূপ অবিশ্বাসী ও কাফির তাঁহার আগমনের পর 'নবুওত' ও ওয়াহীর যে কোন নূতন দাবীদার এবং তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ বিধর্মী ও কাফির। ঈমান ও ইছলামের দাবী তাহাদের কণ্ঠে যতই জোরে উচ্চারিত হউক এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাহারা যতই পঞ্চমুখ থাকুক, তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক, তাহারা কদাচ "মিল্লতে ইছলামীয়া" বা মুছলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহ আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় ইমাম ইবনুল কাইয়েমের উক্তি, শয়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সিদ্ধান্ত, আল্লামা ইকবালের অভিমত এবং শাহ ওলীউল্লার উক্তি উধৃত করার পর গ্রন্থকার তাঁহার যে নিজস্ব অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি" মানুষের মানসলোকে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নূতন নূতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে, অপরিণত সমাজের অপরিপক্ক জ্ঞান দুনিয়ার পৃষ্ঠে যে তামাদ্দুন রচনা করিয়াছিল, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে ইলাহী শক্তির আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। কলেমায় তৈয়েবার প্রথমার্ধ—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের ভিতর পরীক্ষা-মূলক অনুসন্ধিৎসার ভাব উদ্দীপিত করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ঐশ্বরিকতাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ 'মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ' দ্বারা নবুওতের চরমত্ব ঘটিবার ফলে আধ্যাত্মিকতার সমুদয় ভাব বোধাধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার যে কোন রূপ—যতই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হউক না কেন, তাহাকে রিছালতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা আর দুর্বোধ্য ও অনধিগম্য করিয়া রাখা চলিবে না..... নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির পর আজ পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা গবেষণা ও সমালোচনার আওতায় পড়িতে পারে না, কারণ উক্ত মতবাদের ফলে সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের রাত্রির অবসান ঘটিয়া মুক্তি ও চেতনার প্রভাত উদিত হইয়াছে।"

একাদশ পরিচ্ছেদের শেষাংশে নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির সামাজিক মূল্য এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উহার গণতান্ত্রিক মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া লেখক যে গভীর প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, ব্যাপক অধ্যয়ন এবং চমৎকার রচনা শৈলীর পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। উধৃতি পেশ করার লোভ শুধু স্থানাভাবে সংযত করিতে বাধ্য হইলাম।

১৩শ পরিচ্ছেদে শরয়ী সাক্ষ্য উপস্থাপনের সূচনায় তিনি অতি সত্য কথা অতি আকর্ষণীয় ভাষায় উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম

(৩১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

আস্‌আলাহ ওয়াল মাসাইল — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ মসজিদের সীমানায় একটা কবর, মসজিদ বাড়ানর একান্ত প্রয়োজন, অথচ কবরের দিক ছাড়া অন্য কোন দিকে বাড়াইবার উপায় নাই আর মসজিদ স্থানান্তরিত করাও সম্ভব নহে। এই অবস্থায় কি করা উচিত? শরীঅতের বিধান মুতাবিক এই সমস্যার সমাধান কামনা করি।

উত্তর ঃ শরীআতের বিধান মুতাবিক কবরের উপরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং কবরকে সামনে রাখিয়া নামায পড়া বৈধ নহে। সুতরাং কবরস্তানের কবরের উপরে মসজিদ তৈয়ার করা অথবা মসজিদের মধ্যে কোন কবর দেওয়া এই উভয় কর্মই শরীঅত-বিরোধী। কিন্তু যে কবর মসজিদের মধ্যে দেওয়া হয় নাই বরং মসজিদের বাহিরে মসজিদের যায়গার সীমানার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে আর যদি মসজিদ বাড়ানর প্রয়োজনে ঐ কবরের স্থান আবশ্যক হয় তবে সে ক্ষেত্রে ঐ কবর খুঁড়িয়া মৃতের হাড়-গোড় অন্যত্র সরাইয়া ঐ স্থানকে মসজিদে পরিণত করা যাইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে আলিমদের মত এই—

১। সহীহ বুখারী শরীফে মসজিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد

قال انس رض فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين فامر النبى صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت .

মুশরিকদের কবর খোদাই করিয়া দূরে সরানর পর সেই স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা চলিবে কিনা অধ্যায় ঃ হযরত আনাস রাঃ বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, নবী সঃ যেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তথায় মুশরিকদের কবর ছিল। অনন্তর নবী সঃ-র আদেশক্রমে মুশরিকদের ঐ কবরগুলি খোদাই করিয়া দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২। হাফিয ইবনে হজর বলেন,

فيه جواز التصرف فى المقبرة وجواز نبش القبور الدارسة اذا لم تكن محترمة وجواز الصلوة فى مقابر المشركين بعد نبشها و اخراج ما فيها وجواز بناء المسجد فى اماكنها .

"উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনানুসারে কবরস্তানে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। কোন সম্মানিত ব্যক্তির কবর না হইলে নিশ্চিহ্ন কবরগুলি খোদাই করিয়া সরান যাইতে পারে। মুশরিকদের কবর খোদাই করিয়া উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর সেই কবরস্তানে নামায পড়া যাইতে পারে এবং উহার স্থানে মসজিদও নির্মাণ করা যাইতে পারে।"

—ফতহুলবারী (১) ৩৫৬ পৃঃ

৩। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন :

فان قلت هل يجوز ان تبنى المساجد على قبور المسلمين قلت قال ابن القاسم لو ان مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم ار بذلك بأسا وذلك لان المقابر وقف من اوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لاحد ان يملكها فاذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها الى المسجد الى قال وذكر اصحابنا ان المسجد

www.ahlehadeethbd.org

واشتدت الزيادة الى ان دخلت بيوت امهات المؤمنين فيه وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وصاحبيه ابى بكر وعمر رضى الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر فى المسجد فيصلى اليها العوام يودى الى المحذور ثم بنوا جدارين ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لايمكن احد من استقبال القبر ٥

"মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যে যখন সাহাবা ও তাবেয়ীগণ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ যরূরী মনে করিলেন এবং এই সাম্প্রসারণের ফলে মুসলিম জননীদের গৃহগুলি মসজিদের সীমায় পড়িয়া গেল অথচ রসূলুল্লাহ [দঃ] ও তদীয় সহচরদ্বয় হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের [রাঃ] কবর হযরত আয়শার [রাঃ] হুজরায় অবস্থিত ছিল বলিয়া তাহাও মসজিদের সম্প্রসারিত অংশে পড়িল তখন তাঁহারা কবরস্তানের চতুর্দিকে গোলাকার উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিলেন যেন উহা মসজিদ মধ্যে দৃষ্ট না হয় আর উহার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া জনসাধারণ নিষিদ্ধতার মধ্যে পতিত না হয়। অতঃপর তাহারা কবরের উত্তর পার্শ্বস্থ দুইটি স্তম্ভের ফাঁকে দুইটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া উহাকে বাঁকা করিয়া দিলেন। ফলে উহা এমন ভাবে সংযুক্ত হইয়া গেল যে, কাহারো কবরের দিকে কিবলা হওয়ার সম্ভাবনাই থাকিল না।"—নয়লুল আওতার এবং উমদাতুল কারী [২] ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত দলীল প্রমাণাদি হইতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমের কবর স্পষ্টভাবে বিরাজিত থাকা অবস্থায় উহা খুঁড়িয়া মুসলিমের হাড়গোড় অন্যত্র দাফন করা কোন মতেই জায়িয হইতে পারে না।

প্রশ্নকারীর উক্তি, "কবরের দিক ছাড়া অন্য দিকে বাড়াইবার উপায় নাই আর মসজিদ স্থানান্ত-

اذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة والمقبرة اذا عفت ودثرت تعود ملكا لاربابها فاذا عادت ملكا يجوز ان يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك الى ان قال ان القبر اذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلوة فيه .

"যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, মুসলমানদের কবরগুলির উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাইতে পারে কিনা তাহা হইলে আমি বলি, ইবনুল কাসেম বলিয়াছেন, মুসলমানদের কবর নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর যদি কোন কওম তথায় মসজিদ নির্মাণ করে তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে বলিয়া আমি মনে করিনা। কারণ, কবরস্তান মুসলমানদের মৃত ব্যক্তিগণকে দফন করার উদ্দেশ্যে তাহাদের ওয়াকফ সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত বলিয়া কেহই উহার মালিক হইতে পারিবে না। কাজেই কবরসমূহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে এবং উহাতে দাফন করা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে সেই স্থান মসজিদের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যাইবে।.....আমাদের বিদ্বানমণ্ডলী উল্লেখ করিয়াছেন যে, মসজিদ বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে আর উহার আশে পাশে মুসলিম দল না থাকিলে এবং কবরস্তান নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে উহা মালিকদের অধিকারে প্রত্যাবর্তিত হইবে। অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পর মসজিদের স্থানে বাসস্থান এবং কবরস্তানে মসজিদ নির্মাণ করা চলিবে, ইত্যাদি.....। কবরে মৃত ব্যক্তির ও তাহার হাড়মাংস সংমিশ্রিত মাটির কিছু মাত্র অবশিষ্ট না থাকিলে তথায় নামায পড়া চলিবে,—উমদাতুলকারী শরহে বুখারী [২] ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

৪। ইমাম শওকানী বলেন :

ولما احتاجت الصحابة رضى الله عنهم والتابعون الى الزيادة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিত করাও সম্ভব নহে"—আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেন উপায় নাই? কেন সম্ভব নহে? আশে পাশে কি আর কোন জায়গা অথবা বসত বাড়ী নাই? যদি থাকে তবে তাহা ন্যায্য দামে কিনিয়া লইয়া মসজিদ সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে। আর যদি আশে পাশে নদী নালা পাহাড় পর্বত থাকে তাহা হইলে অন্যত্র কোন খোলাসা যায়গায় মসজিদ স্থানান্তরিত করা উচিত। যাহা হউক, শুধু 'উপায় নাই', 'সম্ভব নহে' বলিলেই শরীঅতের বিধান পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু নিরপেক্ষ লোক সম্ভবতঃ একাধিক উপায় দেখাইয়া দিতেও পারে।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, কবরের দুইদিক অথবা তিন দিক উচু প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া উহাকে মসজিদের বাহিরে রাখা এবং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরের এক দিক উন্মুক্ত রাখাই এই অবস্থায় শরীআত মতে সঙ্গত হইবে।

والله اعلم بالصواب

প্রশ্ন: যাকাত, ফিৎরা, কুরবানীর চামড়া ও সদকার টাকা পয়সা দ্বারা মস্‌জিদ নির্মাণ করা শরীঅত মুতাবিক জায়েয কি না?

উত্তর:—উল্লিখিত টাকা পয়সা কাহাকে দেওয়া হইবে এবং কোন্ ব্যাপারে ব্যয় করা হইবে তাহা আল্লাহ তা'আলা সূরা আত্-তওবার ৬০নং আয়াতে পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিয়াছেন। ঐ ব্যাপারগুলির মধ্যে মসজিদের উল্লেখ না থাকায় ঐ প্রকার টাকা পয়সা দ্বারা মসজিদ নির্মান চলিবেনা।

নবী সঃ মদীনা পৌঁছিবার পর সেখানে ছোট আকারে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। উহাই 'মসজিদ নববী' নামে সুখ্যাত।

অতঃপর নবী সঃ র জীবদ্দশায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) মসজিদের সংলগ্ন স্থান ক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য সাহাবীদের প্রতি যে আহ্বান জানান তাহা নিম্নোক্ত হাদীস হইতে জানা যায়। হাদীসটি এই:—

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة فلان فيزيدها فى المسجد بخيرله منها فى الجنة واشتريتها من صلب مالى .

"উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রাঃ বলেন, রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি [মসজিদ সংলগ্ন] এই অমুকের জায়গাটি খরীদ করিয়া মসজিদের স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবে উহার বিনিময়ে সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিবে।" তখন আমি সেই স্থান আমার নিজস্ব খালেস মাল দ্বারা খরীদ করিয়া দিলাম।—তিরমিযী—তোহ্‌ফাসহ (৪) ৩২১ পৃঃ।

ইমাম ইব্‌নে কসীর হযরত ওসমানের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আল্‌বেদায়া ওয়ান্‌নেহায়া (৭) ১৭৮ পৃষ্ঠায় উক্ত রেওয়ায়তটি এই মর্মে সংকলন করিয়াছেন:

من يشترى هذه البقعة من خالص ماله

"যে ব্যক্তি এই স্থানটি তাহার খালেস মাল দ্বারা খরীদ করিয়া দিবে।"

অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا فى الجنة ٥

"রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাল দ্বারা এমন ঘর নির্মাণ করিবে যাহাতে আল্লার ইবাদত করা হইবে তাহার জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে ঘর নির্মাণ করিবেন।" তারগীব-ওয়াত্‌তারহীব, দিল্লীছাপা ৬৫ পৃঃ ও মজমউয্-যাওয়ায়েদ (২) ৮ পৃষ্ঠা।

রসুলুল্লাহ সঃ-র যামানায় রসুলুল্লাহ সঃ র নিকট এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় বায়তুল

www.ahlehadeethbd.org

মালে যাকাত, ফিৎরা প্রভৃতি জমা হইত। তাঁহারা উক্ত মাল কোরআনে উল্লিখিত হকদারদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। কোন কোন রেওয়ায়তে এরূপও পাওয়া যায় যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে বাহির হইবার পূর্বেই ফিৎরা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত।

যাকাত অথবা ফিৎরার মাল মসজিদের কোন কাজে লাগানোর কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত হাদীসে নাই। পরবর্তী যুগে সাহাবা, তাবেঈন কেহই উক্ত মাল মসজিদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেন নাই। হযরত ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয স্পষ্টই বলিতেন, "যাকাতের মালে মসজিদের কোন হক নাই।" (জামেউল উলুম)।

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন তদীয় ফতোয়ার (১) ২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:

قربانی اور فطرہ کے روپیہ سے مسجد بنانا شرعا ممنوع ہے اس واسطے کہ چرم قربانی اور فطرہ حق مساکین ہے ۔

"কুরবাণী ও ফিৎরার পয়সা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা শরীঅতে নিষিদ্ধ, কারণ উহা মিসকীনদের হক।" (১) ২২৪ পৃ:।

কিতাব ও সুন্নার অনুসারী পবিত্র হেজাযের প্রাক্তন সুলতান আবদুল আযীয ইবনে সউদের পক্ষ হইতে প্রচারিত এবং বহু ওলামা ও মুহাদ্দিসের লিখিত ও সমর্থিত ফতোয়ার কেতাব (২) ৪র্থ ভাগ ৩৫৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে:

الأصح عند جمهور العلماء المنع من صرف الزكوة في بناء المساجد...

"জমহুর ওলামার সঠিক অভিমত এই যে, যাকাতের পয়সা মসজিদ নির্মাণের কাজে খরচ করা নিষিদ্ধ।"

চারি মযহাবের সর্বসম্মত মসয়ালার কিতাব "কিতবুল ফিক্‌হ আলা মাযাহিবিল আরবা'আতে আছে:

ولا يجوز ان يصرف في بناء المسجد

"যাকাত, ফিৎরা প্রভৃতির টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে খরচ করা চলিবেনা।" (১) ৫৭৮ পৃ:

হানাফী ফিক্‌হ্ গ্রন্থ 'জামেউর রমূয' এ বলা হইয়াছে:

لا يصرف الى بناء مسجد

"মসজিদের ঘর নির্মাণে যাকাত ফিৎরার অর্থ ব্যয় করা চলিবেনা।"

والله اعلم بالصواب

ফতোয়া: মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন। অনুমোদন: শাইখ আবদুর রহীম।

www.ahlehadeethbd.org

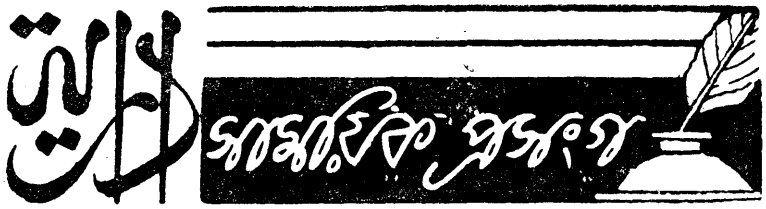

بسم الله الرحمن الرحيم

ফাতেহায়ে দোআয্‌দহম বনাম ঈদে মীলাদুন্নবী

'ফাতেহায়ে দোআয্‌দহম'—পরিভাষাটির হাকীকাত এই,—ফাতিহা শব্দটি মূলতঃ ফারসী শব্দ। 'ফাতিহা' শব্দটির অর্থ 'প্রারম্ভিক', 'উদ্বোধনী' ইত্যাদি; অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন কিছু আরম্ভ করা হয় তাহারই নাম ফাতিহা। এই কারণে, 'আল্‌ হামদু' সূরা দিয়া কুরআন মজীদ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া 'আল্‌-হাম্‌দু' সূরাকে সূরা ফাতিহা বলা হয়।

মৃত মুসলিমের রূহের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে যাহা কিছু তিলাওৎ করা হয় এবং যাহা দু'আ করা হয় তাহারও মূলে আল্‌-হাম্‌দু সূরা থাকে বলিয়া তাহাকে চলতি ভাষায় ফাতিহা খানী এবং সংক্ষেপে ফাতিহা বলা হয়। বস্তুতঃ আল্‌-হামদু সূরা সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ। মানুষ আল্লার দরবারে কী ভাবে প্রার্থনা জানাইবে তাহা আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁহার বান্দাদিগকে এই আল্‌ হাম্‌দু সূরার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা নামাযকে প্রার্থনার আদর্শ রূপ প্রদান করিলে রসূলুল্লাহ সঃ নির্দেশ দিলেন যে, এই আদর্শ প্রার্থনার প্রত্যেক রাক্‌'আতে আদর্শ দু'আ আল্‌ হাম্‌দু সূরা অবশ্যই পড়িতে হইবে। এই আদর্শ দু'আ আল্‌-হামদু সূরা না পড়িলে নমায হইবে অসম্পূর্ণ ও অগ্রাহ্য।

মৃত মুসলিমের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে আল্‌-হাম্‌দু সূরা পড়ার স্পষ্ট বিধানও শরী'আতে পাওয়া যায়। ইমাম বাইহাকী সঙ্কলিত 'শু'আবুল্‌-ঈমান' হাদীস গ্রন্থে আছে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, "মৃত মুসলিমকে কবরে দাফন করার পরে কবরের মাথার পাশে দাঁড়াইয়া সূরা ফাতিহা ও আলিফ-লাম-মীম হইতে 'মুফ্‌লিহুন' পর্যন্ত পড়িবে। তারপর কবরের পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া সূরা বকারার শেষ দুই আয়াত (অর্থাৎ আমনর্‌ রসূলু হইতে শেষ পর্যন্ত) পড়িবে।" 'ফাতেহায়ে দোআয্‌দহম' পরিভাষাটির মধ্যে 'ফাতিহা' শব্দটি মৃতের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে দু'আ-তিলওয়াত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর 'দোআয্‌দহম' শব্দটি। ইহার অর্থ হইতেছে 'দ্বাদশ' আর তাৎপর্য হইতেছে 'বারো তারীখ'। কাজেই 'ফাতিহা-দোআযদহম' পরিভাষাটির অর্থ দাঁড়াইল, 'বারো তারীখের ফাতিহা' অর্থাৎ কোন মৃত মুসলিমের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে বারো তারীখে অনুষ্ঠিত তিলওত দু'আ ইত্যাদি। ইহার একটি নযীর হইতেছে, 'ফাতেহায় য়ায্‌দহম'। একদল মুসলিম বিশেষ ভক্তি সহকারে এই 'ফাতেহায়ে য়ায্‌দহম' অনুষ্ঠানটি পালন করিয়া থাকেন। 'ফাতেহায়ে-য়ায্‌দহম' পরিভাষাটির তাৎপর্য হইতেছে 'কোন মৃত মুসলিমের রূহের মাগফিরাত উদ্দেশ্যে এগারো তারীখে অনুষ্ঠিত তিলাওত দু'আ ইত্যাদি।' ফাতেহায়ে দোআয্‌দহম' পালিত হয় রবী'উল আওয়াল মাসে এবং 'ফাতেহায়ে য়ায্‌দহম' পালিত হয় রবীউস্‌-সানী মাসে। 'ফাতেহায়ে দোয়ায্‌-দহম' বলিতে বুঝায় 'রবী'উল আওওল মাসের বারো তারীখে শেষ নবী হযরত মুহম্মদ মুস্‌তফা সঃ-র রূহের উদ্দেশ্যে তিলাওত ও দু'আ-র পাঠের অনুষ্ঠান' আর 'ফাতেহায য়ায্‌দহম' বলিতে বুঝায় 'রবী'উস-সানী' মাসের এগারো তারীখে হযরত আবদুল কাদীর জিলানীর রূহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত তিলাওত-দু'আ ইত্যাদি।

এই আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'ফাতিহায়ে য়ায্‌দহম' বলিতে যেমন বড়পীর সাহেবের মৃত্যু-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান বুঝায়, সেইরূপ 'ফাতেহায়ে দোয়ায্‌দহম' বলিতে রসূলুল্লাহ সঃ-র মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান বুঝায়। 'ফাতেহায়ে দোআযদহম' অনুষ্ঠানের সহিত রসূলুল্লাহ সঃ-র জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার কোনই হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠে, তবে নবী সঃ-র

www.ahlehadeethbd.org

জন্ম-বৃত্তান্ত এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করে কী করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া 'মৌলুদ' 'মীলাদ' প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

ব্যাপক আকারে মৌলুদের প্রচলন এদেশে বেশী দিন আগে হয় নাই। অর্ধ-শিক্ষিত মুন্সী মোল্লার দল অশিক্ষিত সরল-বিশ্বাসী মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, মৌলুদ শরীফ পড়াইলে তামাম গুনাহ মাফ হয়, দুনিয়ার তরক্কী হয়—তামাম রোগ পীড়া সাড়ে, সকল দুঃখ যন্ত্রণার উপশম হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মুন্সী সাহেবকে এক পেট খাওয়াইয়া, টাকা—আটআনা পয়সা দিয়া যদি এত লাভ পাওয়া যায় তবে কার না লোভ হয় এমন কাজ করিতে? দৈনিক পাঁচ বার নামায পড়ার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়া যায়? তাই অল্প দিনের মধ্যে মৌলুদ এ দেশে আসর জমাইয়া বসিল। কিছু আরবী, উর্দু না জানা বাঙ্গালী মুসলিমের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। ফলে রচিত হইতে লাগিল মৌলুদের কেতাব—মৌলুদ দিল-পছন্দ, মৌলুদ দিল্-পেয়ারী, আরও কত কী!

তারপর আজব, আজব, ঘটনা বয়ান করিতে না পারিলে মূর্খদের আসর জমান মুশকিল। কাজেই মৌলুদের কেতাবগুলি আজগুবি, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক গল্পে ভরপুর হইয়া উঠিল।

মৌলুদ অনুষ্ঠানের সাথে এবং তৎসম্পর্কিত কিতাবের সাথে কোন শিক্ষিত আলিমের কোন সম্বন্ধ কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত মোটেই ছিল না। তাহার প্রমাণ 'মৌলুদ' শব্দটির মধ্যেই পাওয়া যায়। কারণ মৌলুদ শব্দটির অর্থ 'শিশু'। মুন্সী সাহেবেরা বলিতেন, "মৌলুদ পড়াও। সব মসীবত দূর হবে।" লোকে বলিত, "আমি মৌলুদ পড়াইব।" কিতাবের নাম হইল "মৌলুদ অমুক" "মৌলুদ অমুক"। এই গুলির অর্থ হইল, "শিশু পড়াও।" "আমি শিশু পড়াইব" "শিশু দিল্‌পসন্দ।" ইত্যাদি। এই জাজ্বল্যমান মূর্খতা-জ্ঞাপক পরিভাষা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ইহার সহিত শিক্ষিত আলিমদের কোন সংস্রবই ছিল না। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সকলেরই মুখে শুনা যাইত 'মৌলুদ, 'মৌলুদ'!

তারপর হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, ঢাকা শহরে বড় বড় পোষ্টারে লেখা—"মীলাদুন্নবী মজলিস। তাতে অর্থহীন 'মৌলুদ' শব্দের পরিবর্তে 'মীলাদ' শব্দটি বসান হইল। কিন্তু 'মীলাদুন্নবীর মজলিস অর্থাৎ নবীর জন্মের মজলিস' পরিভাষাও অর্থহীন প্রতিপন্ন হইল। কারণ নবীর জন্মের আবার কেমন মজলিস হইতে পারে? তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে খাঁটি ও সত্য বৃত্তান্ত কীই বা আছে? তাই 'মীলাদুন্নবী মজলিসের' পরিবর্তে এখন বলা হয় 'সীরাতুন্নবী মজলিস' অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সঃ-র স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ইত্যাদি সম্পর্কে বয়ানের মজলিস।

শিক্ষিত আলিমদের কেহ কেহ সাধারণ মুসলিমের হাতে পরাজয় বরণ করিয়া মৌলুদের বাহ্যিক নামটি পরিবর্তন করতঃ শিক্ষিত সমাজকে মৌলুদের মজলিসের দিকে আকর্ষণ করিবার একটি ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু ঐ প্রাচীন মৌলুদ পাঠ, ঐ দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ এই সীরাত মজলিসেরও প্রধান অঙ্গরূপে বিরাজিত থাকিল।

তারপর, সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্কুল, কলেজ, মাদরাসা প্রভৃতি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে এত কাল 'ফাতেহায়ে দোআযদহম' অর্থাৎ নবী সঃ-র মৃত বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই রবী'উল আওয়াল ছুটি ঘোষণা করা হইত। এখন 'ফাতেহায়ে দোআযদহম' পরিভাষাটির পরিবর্তে নূতন পরিভাষা আমদানী করা হইয়াছে। এখন ১২ই রবী'উল আওয়ালের নাম দেওয়া হইয়াছে—'ঈদে মীলাদুন্নবী।'

নবী সঃ-র মৃত্যু বার্ষিকী অথবা জন্ম বার্ষিকী—যে নামই নেওয়া হোক না কেন, ইহা শরীআত সম্মত অনুষ্ঠান নয়। প্রথমতঃ ইহা যদি শরীআত সম্মত অনুষ্ঠান হইত তাহা হইলে ইহার আরবী নাম অবশ্যই থাকিত। 'ফাতেহায়ে দোআযদহম' ফারসী নামকরণ হইত না। দ্বিতীয়তঃ যদৃচ্ছ নামের পরিবর্তনও এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, ইহা কোন ইসলামী ও শরীআত সম্মত অনুষ্ঠান নয়। তৃতীয়তঃ শরী'আতে বৎসরে দুইটি ঈদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের আলিম সমাজ তৃতীয় ঈদ প্রবর্তন করিলেন—'ঈদে মীলাদুন্নবী।"

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে বিদ্‌আতী আলিমদের কবল হইতে রক্ষা করুন! আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৪

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

নভেম্বর মাস

যিলা রংপুর

১৯৬৩—৬৪ সালের

আদায় মারফত খন্দকার মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী মুবাল্লিগ পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

১২২। মোঃ গোলাম রহমান, সেণ্ট্রাল রোড রংপুর টাউন যাকত ৫৲ ১২৩। মোঃ সোলায়মান মিয়া, নওয়াবগঞ্জ রংপুর টাউন যাকাত ৫৲ ১২৪। হাজী মোঃ মছির উদ্দিন, নিউশাল বোন পাড়া পোঃ রংপুর যাকাত—৫৲ ১২৫। কবিরাজ মুন্‌শী মোঃ রেজাতুল্লা প্রামানিক মৌভাষা ইসলামিয়া ঔষধালয় রংপুর টাউন, যাকাত—৫৲ ১২৫। মোঃ আফছর উদ্দীন মিয়া, জয় প্রেস রংপুর যাকাত—২৫৲ ১২৭। মোঃ আবদুল বারী, তাসতলা রোড রংপুর টাউন ১০৲ ১২৮। মোঃ মোঃ নছির উদ্দীন সাং রতনপুর পোঃ কোচাশহর কুরবানী—৫৲ ১২৯। মোঃ মোঃ হাসান আলী ও মোঃ জহির উদ্দিন সরকার সাং শক্তিপুর পোঃ ঐ কুরবাণী—৯৲ ১৩০। মোঃ মোঃ রইছুদ্দীন, সাং জগদিশপুর, পোঃ ঐ কুরবাণী—১০৲ ১৩১। মোঃ ওয়াছেক উদ্দীন বেপারী, সাং তালুকরিফায়েতপুর পোঃ বাদিয়া খালি কুরবানী—৩৲ ১৩২। মুন্সী মোঃ মকবুল হুসাইন আখন্দ সাং পদুম শহর পোঃ বোনারপাড়া কুরবাণী—৫৲ ১৩৩। হাজী মোঃ বেশারতউল্লাহ প্রধান সাং বাটী পোঃ বাটী ফিংরা —৩৲ কুরবাণী—১৲ ১৩৪। মোঃ ময়েন উদ্দীন পণ্ডিত সাং কোচুয়া পোঃ বোনার পাড়া কুরবাণী—২৲ ১৩৫। মোঃ ইউসোফ মণ্ডল গড়গড়িয়া মসজিদ কমিটীর তরফ হইতে সাং গড়গড়িয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ১০৲ কুরবানী ৫৲ ১৩৬। মোঃ বশারতুল্লাহ মণ্ডল কালাপানী মসজিদ কমিটীর পক্ষ হইতে পোঃ বোনার পাড়া কুরবানী ২৲ ১৩৭। মওঃ মোঃ উসমান গণী সাং গোলমুণ্ডা পোঃ গোলমুণ্ডা, এককালীন ৫৲ ১৩৮। মুনশী মোঃ আযিযুর রহমান, অনন্তপুর মসজিদ কমিটী হইতে সাং অনন্তপুর পোঃ শাখাটা, এককালীন ১০৲ ১৩৯। মোঃ আকবর আলী সরকার কুমার পাড়া জামাত হইতে পোঃ কৈমারী এককালীন ৫৲।

আদায় মারফত মোহাম্মদ নছিব উদ্দীন ও খন্দকার মওলানা আবদুল্লাহিলকাফী

১৪০। মোহাঃ মজিবর রহমান সাং বুজরুক বালাই পোঃ হুলাশুগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ১৪১। মোহাঃ আবদুর রহমান মণ্ডল সাং জগদানন্দপুর পোঃ হুলাশুগঞ্জ ফিংরা ২'১৯ ১৪২। আবদুস সালাম আখন্দ সাং বুজরুক পোঃ ঐ ফিংরা ৫৲ ১৪৩। মোঃ তছির উদ্দীন মণ্ডল সাং মাঝগ্রাম পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ৪৲ ১৪৪। মোহাঃ শিশ উদ্দীন মিঞা সাং দাদন পোঃ চৌধুরাণী ফিংরা ৫৲ ১৪৫। মুন্সী মোহাঃ দেরাস উদ্দীন সাং উত্তর ইমাদপুর পোঃ হুলাশুগঞ্জ ফিংরা ৪৲ ১৪৬। মোহাঃ আবদুল বাকী মিঞা সাং কিসামত সেচাকান্দি পোঃ দেওতী কুরবানী ৫৲ ১৪৭। মোহাঃ জালাল উদ্দীন প্রামানিক সাং পারুল পোঃ হুলাশুগঞ্জ কুরবানী ২৲ ১৪৮। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org